

INSTITUTE OF
ARCHITECTS
BANGLADESH

বাংলাদেশ
সুদৃষ্টি
ইন্সটিটিউট

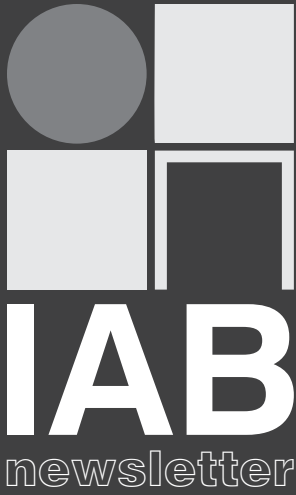


IAB

CHATTOGRAM
CHAPTER

NEWSLETTER

11th CC | ISSUE : 03 & 04 | 2024



IAB-CTG 11TH CC
ISSUE 03 & 04 / 2024
PUBLISHED: DECEMBER '2024

Editor

Ar. Mainul Hassan Tuheen

Editor Panel

Ar. Ashiq Imran
Ar. Faruk Ahmed
Ar. Fazle Imran Chowdhury
Ar. Bijoy Shankar Talukder
Ar. Ador Yousuf

Graphics & illustration

Ar. Thowhidul Islam

Office Support

Mr. Bidhan Talukder
Mr. Tripura Debu

Printing

Fine Dot

Publisher

Institute of Architects Bangladesh (IAB)
11th Committee of Chattogram Chapter

Address:

Apartment #C1 (4th floor)
13, Shahid Saifuddin Khaled Road,
Chattogram, Bangladesh.
Telephone: +88 02 3333 54411

© All rights reserved by the Institute of Architects Bangladesh, Chattogram Chapter. Reproduction any content without prior written consent from IAB is prohibited.



EDITOR'S NOTE

Dear Architects,

With genuine delight and unwavering enthusiasm, we are thrilled to unveil yet another edition of our newsletter, meticulously crafted by the esteemed 11th Committee of the IAB Chattogram Chapter. As stewards of architectural eminence and champions of sustainable urban progress, we are privileged to bring forth the latest insights, innovations, and endeavors shaping both our profession and our city. Within these pages, our editorial board has thoughtfully curated a diverse spectrum of content, mirroring the vitality and dynamism inherent in our architectural community. From illuminating spotlights on exemplary projects to engaging discussions on pertinent urban challenges, each article serves as a testament to our collective dedication to design excellence and social accountability.

As architects, we recognize the profound influence our endeavors wield upon the built environment and the communities we serve. It is our solemn duty to approach every project with meticulousness, ingenuity, and a profound sense of empathy for those who will inhabit the spaces we fashion. As members of the 11th Committee, we are steadfast in our commitment to advancing the objectives and principles of the IAB Chattogram Chapter, nurturing collaboration, innovation, and professional development within our ranks. Through our joint endeavors, we endeavor to uphold the benchmarks of architectural practice and make meaningful contributions to the advancement of our city and its populace.

As we navigate the myriad challenges and opportunities that lie ahead, let us draw inspiration from the illustrious heritage of architectural brilliance that surrounds us, as well as the limitless potential of our collective creativity. Together, let us continue to mold a built environment that mirrors our aspirations for a more sustainable, inclusive, and aesthetically pleasing world.

We extend our heartfelt gratitude for your unwavering support and active participation in furthering the mission of the IAB Chattogram Chapter.

We eagerly anticipate embarking on this journey alongside you, as we endeavor to forge a brighter future for our profession and our community.

Thanks and regards

Ar. Mainul Hassan Tuheen (H-228)

Member - Publication

11th Chapter Committee / IAB - Chattogram Chapter

Email: iabctgpublication@gmail.com

INDEX

01

INSTITUTION NEWS & EVENTS

- 01 | Annual Picnic 2024
- 02 | Review Meeting
- 03 | International Mother Language Day
- 04 | মতবিনিময় সভা
- 05 | Celebration of Independence Day
- 06 | ইফতার সামগ্রী বিতরণ
- 07 | Iftar Mahfil by Tilottoma
- 08 | বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটির মতবিনিময়ে সিডিএ চেয়ারম্যান
- 09 | Relief Program for Flood Affected People
- 10 | 11th-Committee Meeting Agenda

02

SEMINAR & WORKSHOP

- 01 | Workshop on "Earthquake resilient building design for architects on basis of BNBC"
- 02 | CPD Course 01
- 03 | A seminar titled "A JOURNEY TO ABC (Annapurna base camp) WITH MY DAUGHTER"
- 04 | CPD Course 02

03

THOUGHTS of ARCHITECTS

- 01 | FROM CHAIRMAN DESK _ Ar. ASHIQ IMRAN
- 02 | পুরাতন চট্টগ্রাম স্থপতিহীন স্থাপত্য ও ভবিষ্যত _ স্থপতি রাজীব চৌধুরী
- 03 | শিকড়ের সন্ধানে | ON-SITE STUDIO SESSION _ SHEIKH ITMAM SOUD

04

HERITAGE of CHATTOGRAM

- 01 | **SYMBOL OF MUGHAL SPLASH ON THE SOUTHERN BANK OF KORNAPHULI**
Ar. Muhammad Tanzil Hasan
Ar. Zihan Faria

05

PROJECTS & IDEAS

- 01 | Disaster-proof 'BRIDGE SCHOOLS' in cyclone-prone Bangladesh provide accessible education
- 02 | Mohammad Ali Shikdarbari Jame Mosque
- 03 | Unlocking Urban Pockets: A Placemaking Repurpose for Urban Leftovers
- 04 | (বুনন বাড়ি) Resurrection Of The Woven Air A Living Museum of Dhakai Muslin Fabric
- 05 | Bangladesh Industrial Technical Assistance Center, at Barisal
- 06 | Embracing The Exception The Design of CRP - Rajshahi
- 07 | বাঁধা ঘাটঃ সময়ের সাথে সমান্তরাল

06

CREATIVITY & MISCELLANEOUS

- 01 | URBUILDART & PHOTOGRAPHY
- 02 | EDIBLE AESTHETICS: Architectural Contexts For Food Photography



RAJIB AHMED

1985 - 2024

ARCHITECT

Roofliners_Studio of Architecture



SEIAM AFROZ AHMED

1993 - 2024

ARCHITECT

NEWS &
EVENTS

INSTITUTION



01. ANNUAL PICNIC 2024

IAB Chattogram Chapter have arranged Annual Family Day Out'24 for the esteemed Architects of Chattogram on January 19, 2024 at Gohira, Raozan, Chattogram. Many architects have participated in the picnic. Raffle draw, different kinds of sports were held on the picnic spot.



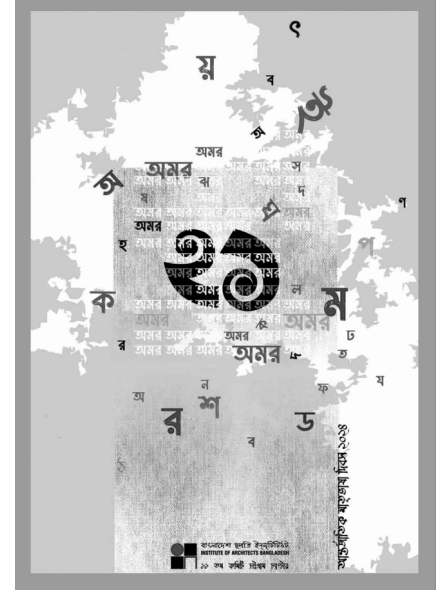


02. REVIEW MEETING

A review meeting was held on February 20, 2024, at IAB Chattogram Office with nominated Architects to different Poursava and Upazilla in the district of Chattogram, Rangamati, Khagrachari, Bandarban on their participation in the Building Approval Committees of respective Poursava and Upazilla.

03. INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

International Mother Language Day was observed on February 21, 2024. In the evening of February 20, 2024, at IAB Chattogram Office, by discussion on Language Movement, recitations of poems and presentation of patriotic songs by architects and students of architecture.



04. মতবিনিময় সভা

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের মধ্যে মতবিনিময় সভা সম্পন্ন

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের মধ্যে নির্মাণ অনুমোদন সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর এক মত বিনিময় সভা অদ্য ০৫/০৩/২০২৪ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কার্যালয়, এপার্টমেন্ট # সি-১ (৫ম তলা), ১৩, এস. এস. খালেদ রোড, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১১তম কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অথরাইজড অফিসার-১ প্রকৌশলী এ.জি.এম. সেলিম, অথরাইজড অফিসার-২ প্রকৌশলী তানজিব হোসেন ও উর্ধ্বতন স্থপতি- স্থপতি মোঃ গোলাম রাব্বানী চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।



05. CELEBRATION OF INDEPENDENCE DAY

Independence Day was observed by IAB, Chattogram Chapter on 26 March, 2024 at 11:00 am at IAB, Chattogram Chapter premises by raising national flag, singing national anthem and open discussion.



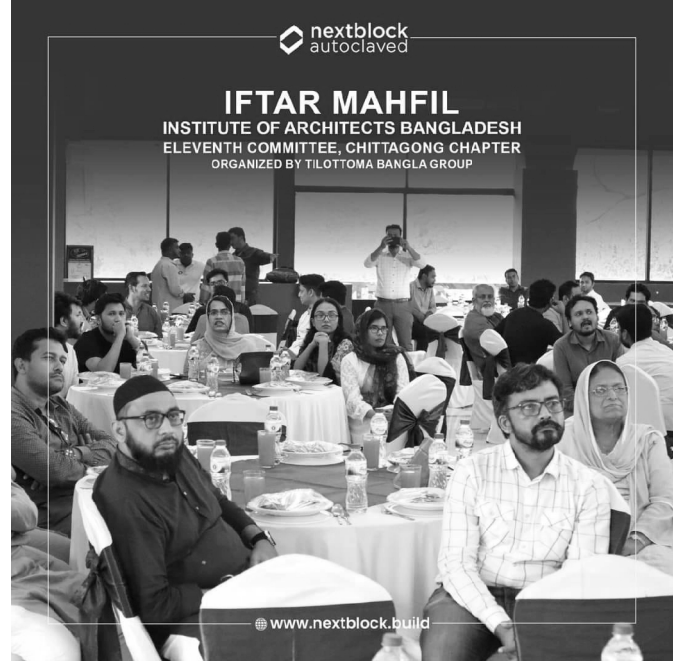
06. ইফতার সামগ্রী বিতরণ

তারিখ : মঙ্গলবার, ২৬শে মার্চ, ২০২৪



07. IFTAR MAHFIL BY TILOTTOMA

IFTAR was held on March 27, 2024 at TERRACE (2nd Floor, Main Building), Chittagong Club Ltd., S. S. Khaled Road, Chattogram arranged by TILOTTOMA Group for members of IAB, Chattogram Chapter.



08. বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটির মতবিনিময়ে সিডিএ চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইউনুছের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটি (বাস্থই)।



মঙ্গলবার (৯ জুলাই) বেলা ১টায় সিডিএ'র কনফারেন্স রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিডিএ'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুছ বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চট্টগ্রামকে বাসযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব নগরী হিসেবে গড়তে চাই। শুধু ইট-পাথরের বস্তি উপহার দিয়ে যেতে চাই না। তাই আমাদের সবাইকে একে অপরের সহায়ক হিসেবে যৌথভাবে এ কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটির নেতৃবৃন্দ, সিডিএ চেয়ারম্যান এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, টেকসই, বাসযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব আধুনিক চট্টগ্রাম গড়তে যৌথভাবে কাজ করবেন এবং সিডিএ'কে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান স্থপতি ফারুক আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ স্থপতি বিজয় শঙ্কর তালুকদার, সদস্য-পেশা স্থপতি আব্দুল্লাহ রুমান, সদস্য-সদস্যপদ স্থপতি হোসেন মুরাদ, সদস্য-সেমিনার ও শিক্ষা স্থপতি আদর ইউসুফ, সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি স্থপতি মোঃ শওকত হোসাইন, সদস্য-প্রকাশনা স্থপতি মোঃ মঈনুল হাসান।

এছাড়াও সিডিএ'র পক্ষে সিস্টেম এনালিস্ট মোঃ মোস্তফা জামাল, উর্ধ্বতন স্থপতি মোঃ গোলাম রব্বানী চৌধুরী এবং অথরাইজড অফিসার-০২ প্রকৌশলী তানজিব হোসেন সভায় অংশগ্রহণ করেন।



09. RELIEF PROGRAM FOR FLOOD AFFECTED PEOPLE

In August 2024, a terrible flood occurred in the district of Comilla, Feni, Noakhali and Chattogram. Many people lost their homes and livelihoods in this flood. 11th Committee of IAB, Chattogram Chapter took initiatives to provide relief to the people of flood affected areas of the country.

A fund of Tk. 6,15,000/- was collected and relief materials were distributed among the flood victims. Sincere thanks to all the honorable individuals and organizations who have responded to this initiative.

Students of Premier University, Chattogram; State University and Stamford University being appreciated by IAB, Chattogram Chapter by issuing Letter of Appreciation to them on 22nd October, 2024 for their sincere support and cooperation in the relief program.





10. **11th-COMMITTEE MEETING AGENDA**

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার ১১তম চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটি

• স্থপতি আশিক ইমরান	আই-০৪৪	চেয়ারম্যান
• স্থপতি ফারুক আহমেদ	এ-০৯৫	ডেপুটি চেয়ারম্যান
• স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী	সি-০৩৫	সম্পাদক
• স্থপতি বিজয় শঙ্কর তালুকদার	টি-০১৪	কোষাধ্যক্ষ
• স্থপতি আব্দুল্লাহ রুমান	আর-১০৩	সদস্য-পেশা
• স্থপতি মোঃ শওকত হোসাইন	এইচ-১৬৬	সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
• স্থপতি হোসেন মুরাদ	এম-০৮৪	সদস্য-সদস্যপদ
• স্থপতি মোঃ মঈনুল হাসান	এইচ-২২৮	সদস্য প্রকাশনা

বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনার জন্য সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী বরাবরে অনুরোধ জানান।

JANUARY 09, 2024

18th CC MEETING

আলোচ্যসূচি-১: গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১১তম কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভায় উপস্থিত ১১তম কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ১৭তম সভার কার্যবিবরণী গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: বার্ষিক পিকনিক।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: আগামী ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ রাউজানের গহিরায় বার্ষিক পিকনিক আয়োজনের লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পিকনিক উপলক্ষে র্যাফেল ড্র, বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। স্থপতি মোঃ শওকত হোসাইন, সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এ বিষয়ে সার্বিক প্রস্ততিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আলোচ্যসূচি-৩: বিবিধ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: (ক) সহযোগী সদস্যপদের জন্য আবেদনকারীর সাক্ষাতকার।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের মাধ্যমে বাস্থইর সহযোগী সদস্যপদের জন্য নিম্নবর্ণিত স্থপতি অনলাইনে আবেদন করেছেন। বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটি অদ্য ০৯/০১/২০২৪ইং তারিখে নিম্নবর্ণিত স্থপতির সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন এবং তাকে সহযোগী সদস্যপদ দেয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

Ar. MD. ASIFUR RAHMAN

Mobile: 01680-945241, Email: asifur_rahman@cuet.ac.bd
University: Chittagong University of Engineering & Technology (CUET) Passing year: 2021, Date of birth: 09/04/1992, Referrer memOeiship no: D_012

JANUARY 23, 2024

19th CC MEETING

আলোচ্যসূচি-১ : গত ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী গত ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১১তম কমিটির ১৮তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভায় উপস্থিত ১১তম কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : নিউজলেটার প্রকাশনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী সভাকে অবহিত করেন যে, আইএবি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার নিউজলেটার প্রকাশনার ২০২৩ সালের ২য় ইস্যু প্রকাশের জন্য প্রস্তুত আছে। শুধুমাত্র স্পন্সরের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। সদস্য-পেশা স্থপতি আব্দুল্লাহ রুমান বলেন যে, নিউজলেটার প্রকাশনার জন্য সিএমবিএল স্পন্সর করতে পারে। বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিউজলেটার প্রকাশনার জন্য সিএমবিএল এর সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ : সেমিনার / ওয়ার্কশপ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সদস্য-সেমিনার ও শিক্ষা স্থপতি আদর ইউসুফ সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৌশলী শামসুল আলম এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি-৪: বিবিধ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: (ক) সিপিডি কোর্স।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সদস্য-পেশা স্থপতি আব্দুল্লাহ রুমান সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী রমজানের পূর্বে একটি সিপিডি কোর্স আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(খ) বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের নিজস্ব অফিস প্রসঙ্গে।

এমনকি সম্প্রতি পূর্ণ সদস্যপদ ও সহযোগী সদস্যপদ অর্জনকারী স্থপতিগণও বিভিন্ন অজুহাতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিপিডি কোর্সে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এখন থেকে সহযোগী সদস্যপদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা সবিনয় পাঁচজন হলেই সহযোগী সদস্যপদের সাক্ষাতকার নেয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ : স্থাপত্য শিক্ষা : প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সদস্য-সদস্যপদ স্থপতি হোসেন মুরাদ বলেন যে, স্থাপত্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর স্থাপত্য বিভাগের সাথে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর স্থাপত্য বিভাগের প্রধান বরাবরে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য পত্র প্রেরণের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৫ : স্থপতিদের পেশা সংক্রান্ত সমস্যা ও পেশার ব্যাপ্তি।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সদস্য-সদস্যপদ স্থপতি হোসেন মুরাদ বলেন যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি এক্সপো-তে জনৈক ব্যক্তি স্থপতি না হয়েও স্থাপত্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে একটি স্টল দিয়েছিল, যা স্থাপত্য সমাজকে মর্মান্বিত করেছে। শুধুমাত্র ডিপ্লোমা করে নিজেকে স্থপতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ জানান। সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী বলেন যে, স্থপতি না হয়েও স্থাপত্য সংক্রান্ত কাজ করার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-৬ : বিবিধ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: (ক) পৌরসভা/উপজেলায় নির্মাণ অনুমোদন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে পর্যালোচনা সভা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন পৌরসভা ও উপজেলার নির্মাণ অনুমোদন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে স্ব স্ব স্থপতির অভিমত ব্যক্ত করার জন্য আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ইং মঙ্গলবার রাত ৯:০০ টায় বাস্টাই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কার্যালয়ে এক পর্যালোচনা সভা আয়োজনের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

MARCH 05, 2024

21st CC MEETING

আলোচ্যসূচি-১: গত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ২০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী গত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্টাই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১১তম কমিটির ২০তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভায় উপস্থিত ১১তম কমিটির সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে ২০তম সভার কার্যবিবরণী গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: পৌরসভা/উপজেলার নির্মাণ অনুমোদন কমিটির সভায় মনোনীত স্থপতির অংশগ্রহণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান বলেন যে, বাস্টাই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের অফিসের জন্য একটি জায়গা বরাদ্দ করার জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ বিষয়ে সহসাই একটি সুসংবাদ আসতে পারে।

FEBRUARY 06, 2024

20th CC MEETING

আলোচ্যসূচি-১: গত ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী গত ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্টাই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১১তম কমিটির ১৯তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভায় উপস্থিত ১১তম কমিটির সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে ১৯তম সভার কার্যবিবরণী গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: নিউজলেটার, ওয়ার্কশপ/সেমিনারে স্পন্সর নিয়োগ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: ডেপুটি চেয়ারম্যান স্থপতি ফারুক আহমেদ বলেন যে, প্রতি তিন মাস পরপর সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও নিয়মিত নিউজলেটার প্রকাশ করা উচিত। তিনি আরো বলেন যে, সময়মতো স্পন্সর না পাওয়ার কারণে নিউজলেটার প্রকাশ করা থেকে বিরত না থেকে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনে প্রিন্ট না করে অনলাইনে প্রকাশ করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান বলেন যে, প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কমপক্ষে দুই পাতার হলেও নিউজলেটার প্রকাশ হওয়া উচিত। বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর প্রতি তিন মাস পরপর অন্ততপক্ষে দুই পাতার হলেও নিউজলেটার প্রকাশ করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩: স্থপতিদের বাস্টাইমুখী করতে উদ্যোগ গ্রহণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী বলেন যে, বাস্টাই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিপিডি কোর্সগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক অংশগ্রহণকারী পাওয়া যায় না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী বলেন যে, গত ২৮/১০/২০২৩ইং তারিখে বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কর্তৃক চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন পৌরসভা ও উপজেলার নির্মাণ অনুমোদন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য স্থপতি মনোনয়ন করে পত্র প্রেরণ করা হলেও অধিকাংশ পৌরসভা ও উপজেলার নির্মাণ অনুমোদন কমিটি থেকে মনোনীত স্থপতিকে একবারের জন্যও ডাকা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩: স্থাপত্য পেশা চর্চায় চট্টগ্রামের স্থপতিদের অবস্থান এবং স্থাপত্য পেশা চর্চার উন্নতিকল্পে বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ভূমিকা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সময়ের স্বল্পতার কারণে এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি।

MARCH 26, 2024

22nd CC MEETING

আলোচ্যসূচি-১: গত ০৫ মার্চ, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী গত ০৫ মার্চ, ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১১তম কমিটির ২১তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভায় উপস্থিত ১১তম কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ২১তম সভার কার্যবিবরণী গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: ইফতার সামগ্রী বিতরণ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে গত ২৬শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর ১১তম কমিটি বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার অফিস প্রাঙ্গণে গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেন।

ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১১তম কমিটির স্থপতি আশিক ইমরান (চেয়ারম্যান), স্থপতি ফারুক আহমেদ (ডেপুটি চেয়ারম্যান), স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী (সম্পাদক), স্থপতি বিজয় এস. তালুকদার (কোষাধ্যক্ষ), স্থপতি হোসেন মুরাদ (সদস্য সদস্যপদ), স্থপতি আদর ইউসুফ (সদস্য সেমিনার ও শিক্ষা) এবং স্থপতি মোঃ শওকত হোসাইন (সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি)।

আলোচ্যসূচি-৩: বিবিধ।

(ক) খাগড়াছড়ি পৌরসভার ইমারত নির্মাণ কমিটিতে স্থপতি মনোনয়ন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী বলেন যে, খাগড়াছড়ি পৌরসভার স্মারক নং- খাঃ পৌঃ/প্রকৌঃ বিভাগ/পঃশাঃ/২০২৩/২৮৮ তারিখ- ১৮/০৩/ ২০২৪ খ্রিঃ মূলে ইমারত নির্মাণ কমিটিতে স্থপতি পরিবর্তন প্রসঙ্গে পত্র প্রেরণ করে উক্ত পৌরসভায় বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কর্তৃক নতুন মনোনীত স্থপতি আশিষ চাকমা'র পরিবর্তে পূর্বের স্থপতি নাজমুল লতিফ'কে পুনর্বহাল রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর পূর্বের স্থপতি নাজমুল লতিফ বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পৌরসভার ইমারত নির্মাণ কমিটিতে পুনর্বহাল হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে জানিয়ে খাগড়াছড়ি পৌরসভার মাননীয় মেয়র বরাবরে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

WORKSHOP & SEMINAR **2**

WORKSHOP & SEMINAR

INSTITUTE OF ARCHITECTS, BANGLADESH
11TH COMMITTEE - CHATTOGRAM CHAPTER

A Workshop On
EARTHQUAKE RESILIENT BUILDING DESIGN ON THE BASIS OF BNBC 2020
A Brief Guideline for the Architects

TOM has been founded in February 2003. We cultivate multidisciplinary expertise and experience with reliability and integrity. Young and energetic in mind, our founding members have extensive national and international experience in structural engineering, design, supervision and monitoring, water resources/supply engineering and planning, environmental engineering and planning and natural resources inventory, monitoring and planning. TOM has designed the structure of our national pride Maki Jodha Jadhav (MJJ), Khabild Institute Bangladesh (KIB), SH Hospital, Peninsula Airport Garden, Service area of Karnaphuli Tunnel & many apartments with leading developer of Chattogram.

The Principal Structural Engineer, Mr. Shamsul Alam, is a structural engineer, by profession. He obtained his B.Sc. (Civil) Engineering from Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) and his MBA from the Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka. His Major working fields are structural engineering and geo-technical engineering design, monitoring and supervision. After working for almost 12 years as a structural engineer/supervisor in some of the most reputed consulting firms in Bangladesh, he was hired by Rashid-Speaks&Co of Montreal, Rashid stands as one of most prestigious and a world-renowned consulting firm in the Asia-Pacific region. Mr. Alam worked as a Senior Engineer specializing on both Geo-technical Engineering and Structural Engineering As a Geo-technical Engineer, he had geo-technical engineering components of projects and his responsibilities included feasibility study, sub-soil investigation, soil field testing, sub-structure design as well as monitoring and supervision of the construction. He is registered as a professional engineer by Board of Engineer, Malaysia.

ENGR. SHAMSUL ALAM BITU
PRINCIPAL STRUCTURAL ENGINEER

ENGR. MOSTAFA KAMAL

ENGR. NASIR UDDIN

ENGR. NAZRUL ISLAM

DATE
SATURDAY 3RD FEBRUARY ,2024.
6:00 pm to 8.00 pm

REGISTRATION FEE : TK 300

VENUE :
SEMINAR ROOM, 5TH FLOOR,
IEB (INSTITUTION OF ENGINEERS BANGLADESH) CHATTOGRAM CENTER,
S.S. KHALED ROAD ,CHATTOGRAM

EARTHQUAKE RESILIENT BUILDING DESIGN ON THE BASIS OF BNBC-2020**WORKSHOP**
FEBRUARY 3RD, 2024

Workshop on "Earthquake Resilient Building Design on the basis of BNBC 2020". A brief guideline for Architects by Eng. Shamsul Alam & his team. Arranged by IAB Chattogram chapter.





ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CHATTOGRAM CHAPTER



A JOURNEY TO ABC WITH MY DAUGHTER

AR. ANIKET CHOWDHURY (C-066)
&
AHONA

DATE

SATURDAY, 8th JUNE, 2024.
TIME : FROM 6.30 PM TO 7.30 PM

VENUE

Institute of Architects Bangladesh (IAB)
Chattogram Chapter
Apt. # C1 (4th Floor)
13, S. S. Khaled Road
Chattogram.

FOLLOW US : www.facebook.com/iabctg

A JOURNEY TO ABC (Annapurna base camp) WITH MY DAUGHTER

S E M I N A R
JUNE 8TH, 2024

A seminar titled "A JOURNEY TO ABC (Annapurna base camp) WITH MY DAUGHTER" was organized by IAB, Chattogram Chapter on Saturday, 8th June, 2024 at 6:30 pm at IAB, Chattogram Chapter office, Apt. # C1 (4th Floor), 13, S.S. Khaled Road, Chattogram conducted by Ar. Aniket Chowdhury & his daughter Ahona.





Ar. Dr. MASUD UR RASHID
Assistant General Secretary of IAB

CPD COURSE 01

W O R K S H O P
M A Y 2 5 t h , 2 0 2 4

A Continuous Professional Development (CPD) course was held on 25th May, 2024 at IAB, Chattogram Chapter office, Apt. # C1 (4th Floor), 13, S.S. Khaled Road, Chattogram on "Architects' Professional Conduct & Ethics" conducted by Ar. Dr. Masud Ur Rashid, Assistant General Secretary of IAB.

Ar. Abdullah Rumman, Member-Profession took necessary steps for the CPD course. A good number of architects participated in the CPD Courses.



CPD COURSE 02

W O R K S H O P
SEPTEMBER 28th, 2024

CPD course was held on 28th September, 2024 at IAB, Chattogram Chapter office, Apt. # C1 (4th Floor), 13, S.S. Khaled Road, Chattogram on “Architecture and Social Responsibility in Asian Context” conducted by Ar. Farhana Sharmin Emu, Principal Architect, KROM Architecture, Dhaka and Former General Secretary of IAB.

Ar. Abdullah Rumman, Member-Profession took necessary steps for the CPD course. A good number of architects participated in the both CPD Courses.



Ar. FARHANA SHARMIN EMU

Committee Chairman, Arcasia Committee on Social Responsibility at Arcasia, Chairman of AHPG at Arcasia. And Principal Architect, Krom Architecture.



I INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
I 11TH COMMITTEE, CHATTOGRAM CHAPTER

Continuous Professional Development (CPD) course on:
Architecture and Social Responsibility in Asian Context

Key-Person: *Ar. Farhana Sharmin Emu*
Ar. Farhana Sharmin Emu is the Principal Architect of KROM Architecture, Dhaka, and an active figure in regional architectural organizations. She currently serves as the Chair of the ARCASIA Committee on Social Responsibility (ACSR) and the ARCASIA Heritage Preservation Group (AHPG). Emu has held leadership roles, including General Secretary of the Institute of Architects Bangladesh (IAB) in 2021-2022, and has contributed to promoting architecture for social good. She focuses on underprivileged communities in Bangladesh and Asia, collaborating with international architects like Paul Pholeros. Additionally, Emu has been involved in various national and international architectural events, documentaries, and initiatives to preserve Bangladesh's architectural heritage.



AR. FARHANA SHARMIN EMU
Principal Architect, KROM Architecture, Dhaka
and Former General Secretary of IAB

DATE: Saturday, 28-09-2024
TIME: 10:30 am - 5:00 pm

Venue:
IAB Chattogram Chapter office



THOUGHTS OF
ARCHITECTS 3



01. FROM CHAIRMAN DESK - Ar. ASHIQ IMRAN

০১. সৌন্দর্যবর্ধনের নামে ধ্বংস করা হচ্ছে সবুজ এই নগরী

চট্টগ্রাম নগরী অত্যন্ত জনবহুল একটা শহর। এ শহরটা অনেকগুলো সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত। চট্টগ্রাম নগরীর অনেকগুলো সমস্যার একটা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নেয়া অপরিমিত সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। এ নিয়ে আমাদের করণীয় কী, আমরা কী করতে পারি আর কী করছি, সেসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা জরুরি।

আমরা কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে হয় প্রতিপন্ন করতে চাই না। আমাদের এই নগরীকে সবাই মিলে আরও সুন্দর ও নান্দনিক করে গড়ে তুলতে কী করা যায় বা কী করলে ভালো হয়, সেসব নিয়ে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের। এ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের যেসব ভুল-ত্রুটি নাগরিক হিসেবে আমাদের চোখে পড়ে, সেগুলো নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হওয়া উচিত। একইসাথে ভুল থেকে বেরিয়ে এসে কীভাবে আরও ভালো কিছু করা যায়, সেগুলো নিয়েও আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

আমাদের চট্টগ্রাম শহরে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে কী হয়েছে আমরা জানি। বিপ্লব উদ্যান আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন সেটা তুলনা করলেই আমাদের কাছে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্তমানে বিপ্লব উদ্যানে কোন গাছ নেই, সবুজ নেই। ভিতরে কয়েকটা লোহার খাঁচা আর স্থাপনা তৈরি করে পুরো চিত্রটাই বদলে ফেলা হয়েছে। বিপ্লব উদ্যান তো একটা উদাহরণ মাত্র। নগরীর বিভিন্ন জায়গায় সৌন্দর্যবর্ধনের নামে এভাবে সবুজ ধ্বংস করা হয়েছে।

আবার অক্সিজেন মোড়ে আমরা দেখি একটা বিদ্যুটে ধরনের শাপলা তৈরি করা হয়েছিল। বোঝারই উপায় ছিল না ওটা যে একটা শাপলা। মানুষকে বলে দিতে হতো যে এখানে শাপলা ফুলের একটা ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। পরে ওটাকে ভেঙে গত প্রায় ছয় মাস ধরে টিন দিয়ে ঘিরে রেখে কিছু একটা করা হচ্ছে। তবে ঠিক কী করা হচ্ছে আমরা জানি না। সেখানে এখন নেশার আড্ডা বসে নিয়মিত।

“বিপ্লব উদ্যানে কোন গাছ নেই, সবুজ নেই। ভিতরে কয়েকটা লোহার খাঁচা আর স্থাপনা তৈরি করে পুরো চিত্রটাই বদলে ফেলা হয়েছে”

আবার জাতিসংঘ পার্কের বিষয়টা দেখুন, একসময় পাঁচলাইশবাসীর খুব প্রিয় একটা জায়গা ছিল অনুষ্ঠান করতে। সেখানে সিটি কর্পোরেশন হঠাৎ জাতিসংঘ পার্ক। মানুষ সেখানে হাঁটতে যেতো, করে দুইটা সুইমিংপুল করলো কয়েক বছর আগে। কিন্তু সুইমিংপুলগুলো কখনও ব্যবহার হয়নি। এজন্য এখন পিডাব্লিউডি সুইমিংপুলগুলো ভরাট করে আবার নতুন কিছু করার চিন্তাভাবনা করছে। এই হচ্ছে নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনের বর্তমান চিত্র। এর বাইরে নগরীতে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে যা হচ্ছে তা নিয়ে আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। যেগুলো আমাদেরকে নিরাশ করে দেবে। কিন্তু আমরা নিজেরাও নিরাশ হতে চাই না, অন্যদেরকেও নিরাশ করতে চাই না। আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে।

বর্তমান মেয়র মহোদয় এসব বিষয় নিয়ে খুবই উদারমনা। তবে তিনি যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ওনার দিনে অনেকগুলো ব্যস্ততা থাকে। এরপরও আমরা আইবির পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে মিনার নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল আমরা জানি। ওনার সাথে দেখা করি এসব বিষয় নিয়ে। শহীদ তখন মেয়র মহোদয় একটা টেকনিক্যাল কমিটি করেছিলেন ওটা নিয়ে। সেখানে আমিও ছিলাম।

আমরা সরেজমিনে গিয়ে দেখলাম শহীদ মিনারের থ্রিডি প্রেজেন্টেশন যেটা দেয়া হয়েছে, সেটা দেখে যারা টেকনিক্যাল লোক না, তাদের পক্ষে কোনও দিন বোঝা সম্ভব না যে ওখানে কী হতে যাচ্ছে বা কী হবে। সেখানে অনেকগুলো সমস্যা আর কনফিউশন ছিল। এখন কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ওখানে এক্সেসিবিলিটি সমস্যা আছে, শহীদ মিনারটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অনেক উপরে উঠে গেছে, প্লাজা হয়েছে। এককথায় অনেক ভালো কিছু হয়েছে হতো, তবে আমাদের যে আবেগের জায়গা, তার প্রতিফলন এই ডিজাইনে হয়নি।

এই যে ২৮১ কোটি টাকার বিশাল স্থাপনা, যেটার কাজ ইতোমধ্যেই শেষ এবং প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন, সেটা তো এখন আর ভেঙে ফেলা যায় না বা বড় ধরনের কোন কাটছাট করার সুযোগ নেই। সেজন্য আমরা টেকনিক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে ছোটোখাটো কিছু পরামর্শ দিয়েছি যাতে শহীদ মিনারটার এক্সেসিবিলিটি তৈরি হয় এবং অন্তত কিছুটা হলেও দৃশ্যমান করা যায়। আমরা আমাদের পরামর্শগুলো মেয়র মহোদয়কে জমা দিয়েছি। দেয়ার পরে এখন তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিষয়গুলো মেয়র

১

সৌন্দর্যবর্ধনের নামে ধ্বংস
করা হচ্ছে সবুজ এই নগরী

স্থপতি আশিক ইমরান



চট্টগ্রাম নগরী
অন্তর্য জনকল একটা
শহর। এ শহরটা
অনেকগুলো সমস্যায়
অগ্রসর। সেই
সমস্যাগুলো নিয়ে
খোলাখোলা আলোচনা
হওয়া উচিত। চট্টগ্রাম
নগরীর অনেকগুলো
সমস্যার একটি হচ্ছে

বিভিন্ন বাকি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নগরী
স্বপ্নকল্পিত সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। এ নিয়ে আমাদের
কম্পিউট শী, আমরা কী করতে পারি আর কী করছি,
সেই বিষয় নিয়ে কথাচিন্তা করা জরুরি।
আমরা কোন বাকি বা স্থানকে যেরূপ প্রতিস্থাপন করতে
চাই না। আমাদের এই নগরীকে সবাই মিলে আরও
সুন্দর ও মাননিক করে গড়ে তুলতে কী করা যায় বা
কী করতে পারবে হয়, সেসব নিয়ে আলোচনা করা
আমাদের উদ্দেশ্য। নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনের দায়িত্ব
সিটি কর্পোরেশনের। এ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে
তাদের সেবা কুল-ক্রমিক নামারিক হিসেবে আমাদের
সঙ্গে পড়ে, সেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হওয়া
উচিত। একইসাথে কুল থেকে পরিষ্কার এবং কীভাবে
জার ও কালো কিছু করা যায়, সেগুলো নিয়েও
আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

আমাদের উদ্ভাস শহুরে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে কী
হচ্ছে আমরা জানি। বিপ্লব উদ্যান থেকে কোন কিছ
কাজ এখন কোন সোটা তুলনা করলেই আমাদের
কাজ পুরো বিচার্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সর্বশেষ
বিপ্লব উদ্যানে সোটা গায়ে নেই, সজ্ঞ নেই। কিন্তু
সেখানে কোরের খাঁজ আর স্থানীয় তৈরি করে পুরো
সিটিই কপিয়ে ফেলা হয়েছে। বিপ্লব উদ্যান সো
একটা উদাহরণ মাত্র। নগরীর বিভিন্ন জায়গায়
সৌন্দর্যবর্ধনের নামে এভাবে সজ্ঞ ধ্বংস করা
হচ্ছে।

আমরা শুধুমাত্র মেয়ে আরো নতুন একটি বিপ্লব
ধরনের স্থাপনা তৈরি করা হওয়া। বোমারই উদ্যোগ
হিল না তো যে একটা স্থাপনা। মাঝেমে বলে দিতে
হতো যে এখানে শালায় হাজার একটা জায়গা তৈরি
করা হয়েছে। পুরো জায়গা কেটে গাছ রোদ ছায়া
দেয় টিটা নিয়ে বিপ্লব উদ্যানে কি একটা করা হচ্ছে
যেবৈ এক কী করা হচ্ছে আমরা জানি না। সেখানে

“
বিপ্লব উদ্যানে কোন গাছ নেই, সবুজ
নেই। ভিতরে কয়েকটা শোহার খাঁচা
আর স্থাপনা তৈরি করে পুরো সিটিটাই
বদলে ফেলা হয়েছে।
”

এক দেশের আঙ্গা হলে নির্দিষ্ট।
আমরা জাতিসংঘ পার্কে বিঘাটা দেখে, একদম
শীতলাইশবারীর খুব বিরাট জায়গা ছিল
জাতিসংঘ পার্ক। মানুষ সেখানে হাঁটতে যেতো,
ফুটবল করতো। সেখানে সিটি কর্পোরেশন হটাৎ
করে খুবই সুইমিংপুল করতে করতে শুরু করে।
কিন্তু সুইমিংপুলগুলো কখনও ব্যবহার হানি। এগুলো
এখন পিছিয়ে গিয়ে সুইমিংপুলগুলো জমাট করে আলোর
নতুন কিছু করার চিন্তাচিন্তা করছে। এই হচ্ছে
নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনের প্রকল্প। সিটি কর্পোরেশন
নগরীতে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে যা হচ্ছে তা নিয়ে
আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। সেগুলো
আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে দেবে। কিন্তু আমরা
সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না, অন্যদেরকে
নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। আমরা চাই আমাদের জনস্ব
কর্তৃপক্ষের টিক করতে।
সর্বশেষ মেয়র মহোদয় এর বিদায় নিয়ে খুবই
উল্লসিত। তবে তিনি যেসব সিটি কর্পোরেশনের
সেবা, সেটা নিয়ে অনেকগুলো ব্যস্ততা রয়েছে।
একদমই আমরা আইসিআইর পক্ষ থেকে মেয়র
মহোদয় সেবা দেয়া করি এবং বিদায় নিয়ে। শহর
নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হিষ্টিং আমরা জানি।
সেখানে মেয়র মহোদয় একটা সিটি কর্পোরেশন
কর্তৃপক্ষের টিক করতে চান। সেখানে মাটি ও জিআই।
আমরা আমাদের সেবা দেয়ায় সিটি কর্পোরেশনের
প্রতি যেসব সিটি কর্পোরেশন সেবা দেয়া হয়েছে, সেটা সেখ
যেবৈ টিক কী করা হচ্ছে আমরা জানি না। সেখানে

▶ ৭ পৃষ্ঠার দেশদূর

মহোদয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে কিন্তু কাজ হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে
সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করছি পূর্বকোণ সেই সেতুবন্ধনের
ভূমিকা পালন করবে। তবে আমাদের কারও আসলে এ বিষয়ে দায় এড়ানোর সুযোগ
নেই। আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও প্রো-এক্টিভ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট
সংস্থাগুলোকে আরও নক করতে হবে। এ জায়গায় হয়তো আমাদের কিছুটা গাফিলতি
আছে। কিংবা অনেক সময় নক করেও রেসপন্স না পেয়ে আমরা হতাশ হয়ে যাই।
এরপর আর সংস্থাগুলোর কাছে যাই না, এমনও হয়। বাস্তবই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার অবিলম্বে
এই হঠকারী ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বাতিল করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে অনুরোধ
জানাচ্ছে।

০২. বিপ্লব উদ্যানের সবুজ মুছে ফেলা পরিবেশ বিধ্বংসী
কার্যক্রম

সৌন্দর্যবর্ধনের নামে বাণিজ্যিক অবকাঠামো নির্মাণে উদ্বেগ বাস্তবই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের

নগরীর দুই নম্বর গেটে এলাকার বিপ্লব উদ্যানে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে বাণিজ্যিক স্থাপনা
তৈরি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্তবই) চট্টগ্রাম
চ্যাপ্টার। গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই উদ্বেগের কথা
জানিয়েছেন বাস্তবই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান।

বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান- সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সাহায্যে
আমরা জেনেছি যোলশহর দুই নম্বর গেটের সন্নিকটে বিপ্লব উদ্যানে বর্তমানে যেটুকু
খোলা জায়গা ও সবুজ রয়েছে সেখানে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে পরিবেশ বিধ্বংসী বাণিজ্যিক
স্থাপনা। তৈরি করা হবে। এ সংবাদটি দেখে আমরা রীতিমত আশ্চর্যান্বিত ও মর্মান্বিত।

চট্টগ্রামে সবুজ বলতে ডিসি হিল এবং সিআরবি ছাড়া বিপ্লব উদ্যানে সামান্য পরিমাণ
খোলা জায়গা ও সবুজ রয়েছে। এখানেও যদি বাণিজ্যিক স্থাপনা তৈরি করা হয় তাহলে
নগরবাসীর বুক ভরে নিশ্বাস নেয়ার সুযোগই থাকবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়- চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং বিশ্বের
উল্লেখযোগ্য ক্রমবর্ধমান শহরের মধ্যে একটি। আমরা জানি একটি শহরে কমপক্ষে ৪০
শতাংশ খোলা জায়গা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু চট্টগ্রামে ২০ শতাংশও খোলা জায়গা নেই।

তাই নগর ও নগরবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে চট্টগ্রামের নীতিনির্ধারক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ
বিপ্লব উদ্যানের সৌন্দর্যবর্ধনের নামে এরূপ পরিবেশ বিধ্বংসী কার্যক্রম অনতিবিলম্বে
বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি।

সৌন্দর্যবর্ধনের নামে ধ্বংস করা

▶ ক পৃষ্ঠার পর

বোবা সম্ভব না যে ওখানে কী হতে যাচ্ছে বা কী হবে। সেখানে অনেকগুলো
সমস্যা আর কনফ্লিক্ট ছিল। এখন কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে
ওখানে এক্সেসিবিবিলিটি সমস্যা আছে, শহীদ মিনারটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না,
অনেক উপরে উঠে গেছে, প্রাজা হয়েছে। এককথায় অনেক ভালো কিছু
হয়েছে হয়তো, তবে আমাদের যে আবেগের জায়গা, তার প্রতিফলন এই
ডিজাইনে হয়নি।

এই যে ২৮১ কোটি টাকার বিশাল স্থাপনা, যেটার কাজ ইতোমধ্যেই শেষ
এবং প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন, সেটা তো এখন আর ভেঙে ফেলা যায় না
বা বড় ধরনের কোন কাটছাট করার সুযোগ নেই। সেজন্য আমরা
টেকনিক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে ছোটোখাটো কিছু পরামর্শ দিয়েছি যাতে
শহীদ মিনারটার এক্সেসিবিবিলিটি তৈরি হয় এবং অন্তত কিছুটা দিলেও দৃশ্যমান
করা যায়। আমরা আমাদের পরামর্শগুলো মেয়র মহোদয়কে জমা দিয়েছি।
মেয়র পরে এখন তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে
বিষয়গুলো মেয়র মহোদয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে কিন্তু কাজ হচ্ছে। তবে
এক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে হবে। আমরা
প্রত্যাশা করছি পূর্বকোণ সেই সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করবে।

তবে আমাদের কারও আসলে এ বিষয়ে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।
আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও প্রো-এক্টিভ হতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে আরও নক করতে হবে। এ জায়গায় হয়তো আমাদের
কিছুটা গাফিলতি আছে। কিংবা অনেক সময় নক করেও রেসপন্স না পেয়ে
আমরা হতাশ হয়ে যাই। এরপর আর সংস্থাগুলোর কাছে যাই না, এমনও
হয়।

f o

২

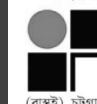
১১ম সেপ্টেম্বর ১১ ডিসেম্বর ২০২৩

দৈনিক পূর্বকোণ

সুবিধার্থে দেশের **আপনিদের ইচ্ছামত**
১১ম সেপ্টেম্বর ১১ ডিসেম্বর ২০২৩
www.dainikpurbakon.com

বিপ্লব উদ্যানের সবুজ
মুছে ফেলা পরিবেশ
বিধ্বংসী কার্যক্রম

■ সৌন্দর্যবর্ধনের নামে বাণিজ্যিক
অবকাঠামো নির্মাণে উদ্বেগ
বাস্তবই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের



নগরীর দুই নম্বর গেটে
এলাকার বিপ্লব উদ্যানে
সৌন্দর্যবর্ধনের নামে
বাণিজ্যিক স্থাপনা তৈরি বিষয়ে
উদ্বেগ প্রকাশ করছে
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট
(বাস্তবই) চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার। গতকাল গণমাধ্যমে
পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই উদ্বেগের কথা
জানিয়েছেন বাস্তবই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান
স্থপতি আশিক ইমরান।

বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান- সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ
মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সাহায্যে আমরা

বিপ্লব উদ্যানের সবুজ

● ১ম পৃষ্ঠার পর
জেনেছি যোলশহর দুই নম্বর গেটের
সন্নিকটে বিপ্লব উদ্যানে বর্তমানে যেটুকু
খোলা জায়গা ও সবুজ রয়েছে সেখানে
সৌন্দর্যবর্ধনের নামে
পরিবেশ বিধ্বংসী বাণিজ্যিক স্থাপনা
তৈরি করা হবে। এ সংবাদটি দেখে
আমরা রীতিমত আশ্চর্যান্বিত ও
মর্মান্বিত।

চট্টগ্রামে সবুজ বলতে ডিসি হিল এবং
সিআরবি ছাড়া বিপ্লব উদ্যানে সামান্য
পরিমাণ খোলা জায়গা ও সবুজ রয়েছে। এখানেও
যদি বাণিজ্যিক স্থাপনা তৈরি করা হয় তাহলে
নগরবাসীর বুক ভরে নিশ্বাস নেয়ার সুযোগই
থাকবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়- চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং
বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ক্রমবর্ধমান শহরের
মধ্যে একটি। আমরা জানি একটি শহরে
কমপক্ষে ৪০ শতাংশ খোলা জায়গা
থাকা প্রয়োজন। কিন্তু চট্টগ্রামে ২০
শতাংশও খোলা জায়গা নেই।

তাই নগর ও নগরবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে
চট্টগ্রামের নীতিনির্ধারক ও দায়িত্বশীল
ব্যক্তিবর্গ
বিপ্লব উদ্যানের
সৌন্দর্যবর্ধনের নামে এরূপ পরিবেশ
বিধ্বংসী কার্যক্রম অনতিবিলম্বে
বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে
আমরা আশা করি।
বিজ্ঞপ্তি

● ৭ম পৃষ্ঠার ৩য় ক.



স্থপতি রাজীব চৌধুরী (AC 064)

Email: architect.rajib@gmail.com

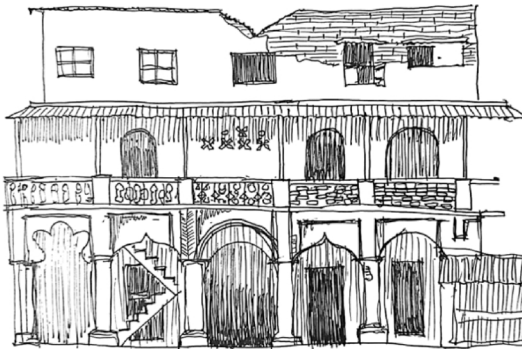
02. পুরাতন চট্টগ্রাম স্থপতিগীন স্থাপত্য ও ভবিষ্যত

স্থপতি একটি বাড়ির ডিজাইন করেন। কিন্তু সেই বাড়িতে যারা থাকেন তাঁদের স্থপতি হওয়া বাধ্যতামূলক কোন বিষয় নয়। একজন বাসিন্দা নিজেই নিজের মতো করে তার বাড়ির ডিজাইন করতে পারেন। এজন্যে পাঁচ বছরের আর্কিটেকচার ডিগ্রীর তেমন কোন প্রয়োজন হয়না। একটা দশফিট বাই দশফিট রুম যেকোন মানুষ চিন্তা করতে পারে। শিশু বয়স থেকে বেড়ে ওঠার প্রতিটি উপাদান মুহূর্তেই চোখের সামনে চলে আসে যেকোন মানুষের। আর এভাবেই বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিনিয়ত মানুষ নিজেকেই নিজের বাড়ির স্থপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে ঘরবাড়ি বানানো হচ্ছে। সেই মেসোপটেমিয়া সভ্যতা থেকে শুরু করে এই বাংলাদেশে খনন করে পাওয়া 'উয়ারীবটেশ্বর' প্রত্নাঞ্চলে প্রাণ্ডি বাড়ির স্ট্রাকচার গুলো খেয়াল করলেই বুঝতে পারি- এই অঞ্চলের মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই স্থপতি হিসেবে নিজেই নিজের বাড়ি বানিয়েছে-নিজেরাই বানিয়েছে সভ্যতা তখন হয়তো কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন-যিনি সব বাড়ির ডিজাইন চিন্তা করেছেন- কেউ হয়তো বাড়ির তৈরীর জন্যে লম্বাকৃতির ইট পুড়িয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেছেন-আবারকেউ ঘরামি হয়ে বাড়ির ছাদ বানিয়েছেন - কিন্তু পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে মানুষের ব্যক্তি ইচ্ছায়। দেখা গেছে মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা বা বাংলাদেশের বৌদ্ধ মঠ গুলোতে প্রাণ্ডি বাড়ি গুলোর নকশা এক নয়। এক একটা বাড়ি এক একরকম। এই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের স্থাপনা বলে দিচ্ছে ব্যক্তি ইচ্ছায় বাড়ির নকশা বিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু সে আমলের কোন ইতিহাস গ্রন্থ আমাদের হাতে নেই- তাই আমাদের পক্ষে এটা জানা সম্ভব হচ্ছেনা যে-সেই আমলে স্থপতি কারা ছিলেন। তবুও ধরে নেয়া যায়- বাড়ি বানানোর মিস্ত্রীরাই ছিলেন তখনকার ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি, সাথে আছেন বাড়ির মালিকেরা যাদের ইচ্ছে অনুযায়ী নকশা বিবর্তিত হয়েছে। মোটা দেয়ালের অন্দরমহলের আশেপাশে প্রয়োজনীয় ঘর তৈরী হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই ঘরের মাঝে উঠোন এসেছে- এবং সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা এসেছে যেন রান্নার সময় সৃষ্ট ধোঁয়া সহজেই বাতাসে মিশে যেতে পারে। আর এভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে নিজেদের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছিলেন।

আমরা খনার বচনে শুনি- “ আলো হাওয়া বেঁধো না রোগে ভোগে মরো না ”

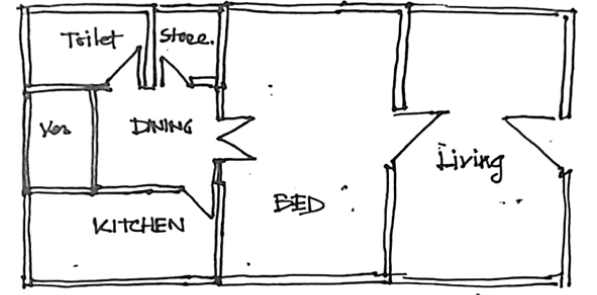
ঘরের ভেতর যে আলো ও বাতাস প্রবেশ করাতে হবে এটা ওনারা জানতেন। আবার ওনারা জানতেন কীভাবে ঘরের মেঝে ও দেয়াল তৈরী করতে হবে। এজন্যেই খনার বচনে আমরা শুনে পাই 'পিড়ে উঁচু, মেঝে খাল, তার দুঃখ চিরকাল'। এভাবে হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের বাসস্থান বানিয়েছে, ব্যবসা কেন্দ্র বানিয়েছে,

বানিয়েছে রাজপ্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ যেগুলোতে স্বীকৃত কোন স্থপতিই নকশাকার হিসেবে ছিলেন না। কিন্তু সেই ডিজাইন গুলো দেখে আমরা এখন শিখি কীভাবে তখন কাজ করা হত। কীভাবে তখন মানুষ ভাবতো- কীভাবেই বা স্ট্রাকচার সিস্টেম আজকের এই আধুনিকতম পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।



আধুনিক চট্টগ্রাম ও প্রাচীন চট্টগ্রামঃ

বারোশো বছরের ও প্রাচীন আমাদের চট্টগ্রাম নগরী। এই নগর এক এক সময় এক এক শাসকের অধীনে ছিল। ছিল মগ দস্যুদের আক্রমণের অগ্রভাগে। মোঘলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করেছিল বারোশো সালের খানিক পরে। এর অনেক আগে থেকে এখানে স্থায়ী নগর ব্যবস্থা ছিল। এখানকার নগরব্যবস্থায় মানুষ নিজেদের বাড়িগুলো করতেন বেশ কারুকাজের সাথে। আমি যে সময়কালের কথা বলছি- সেই প্রাচীন সময়ের বাড়িঘর এখন চট্টগ্রামে তেমন দেখতে পাওয়া যায়না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এখানে পুরাতন বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তোলা হয়েছে। প্রাচীন স্থাপনাগুলো দখল করেছিল নতুন স্থাপনা। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের সময়কার অনেক নতুন বাড়ি এখানে স্থাপিত হয়-যেগুলো সেই আমলের বিচারে বেশ আধুনিক ছিল। সেসব বাড়ি এখন ধীরে ধীরে কালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

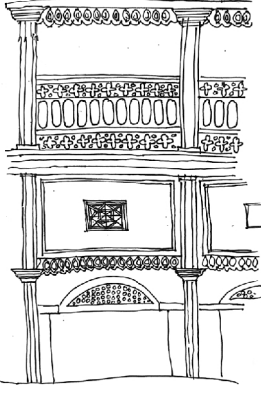


01D CHATTOGRAM HOUSE PLAN (TYPICAL)

পি কে সেন এর সাততলা বাড়িটি ও অনেককাল ধরে চট্টগ্রামের দিকনির্দেশক ভবন হিসেবে নিজেকে জাহির করতে করতে ধীরে ধীরে বার্থক্যের শেষ সীমানায় নিজেকে নিয়ে গেছে। যেকোন সময় ভেঙে পড়বে এর মূল স্ট্রাকচার। একইভাবে এখানে এই বাড়িগুলোই ছিল একদম নতুন। সেই নতুন স্থাপনাগুলো কালের গতিপথে পুরাতন হয়েছে। চট্টগ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের পুরাতন বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তুলছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকা পুরাতন বাড়িগুলোর যে নান্দনিকতা- সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রাচীন আমলের কারুকাজীদের এখন আর দেখতে পাওয়া যায়না। সেখানে ঠাই নিয়েছে কনক্রিটের কবিতা। জঙ্গলে পরিণত হতে শুরু করেছে চট্টগ্রাম। এক ঘনঘোর কনক্রিটের জঙ্গল-যার স্থানে স্থানে কাঁচের সমারোহ। এই কাঁচে চেহারা দেখা যায়। সূর্যমামা প্রতিনিয়ত এই কাঁচের ভবনের নিজের চেহারা দেখিয়ে যান, তাপমাত্রা আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে যান।

কিন্তু এককালে চট্টগ্রাম এমন ছিল না। চট্টগ্রামের বাড়ি মানেই বিভিন্ন কারুকাজের এক বিশাল সমষ্টি। এখানে পোস্ট লিটেল সিস্টেমের প্রচলন শদ্যুয়েক বছর হবে। এর আগে এখানে সব ব্রিক ওয়াল স্ট্রাকচার সিস্টেমেই বাড়ি তৈরী হত। ব্রিকের পনেরো অথবা বিশ ইঞ্চি দেয়াল তৈরী করে সেগুলোর ওপর ছাদ ঢালাই দেয়া হত। সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। বাড়িগুলো দেখলে মনে হবে কিছু ঘরের সমষ্টি-যেগুলোতে মানুষের স্বাভাবিক প্রাইভেসি বলতে কিছু নেই। আমি নিজে পুরাতন চট্টগ্রামের বাসিন্দা বলেই বলছি- এই খানে মানুষ একত্রিত জীবন যাপন করে। আমরা নিজেরাও তাই করি। এখানের বাড়িগুলোতে রুমগুলোর প্রতিটির একাধিক দরজা আছে। একটা ঘরে দুটো প্রবেশপথ থাকা মানেই সেটি একটি কমনরুম হিসেবে ব্যবহার

হওয়া-আর চট্টগ্রামের পুরাতন ভবনগুলোতে এটাই খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যেতে হয়। বাথরুমে যেতে হলে অন্য দুটো ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যে দুটো ঘরে মানুষ বসবাস করে, এবং এটা বর্তমান সময়ে বেশ অচিন্তনীয়। কিন্তু চট্টগ্রামের মানুষ এটাকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে শত শত বাড়ি তৈরী করেছিল।



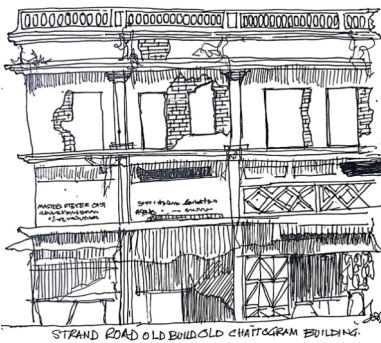
বারান্দাঃ চট্টগ্রামের বাড়ি মানেই বারান্দা। টানা লম্বা বারান্দা জুড়ে বেশ কিছু লম্বা কলাম, কলামকে কেন্দ্র করে রেলিং ও শেডিং এর কম্বিনেশন পুরো স্থাপনাকে দেয় এক শৈল্পিক প্রণোদনা। এখানে রট আয়রনের কাজ আছে, আছে ড্রপওয়ালে ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার, কিন্তু সে আমলে এসব কাজ করার দক্ষ যে মিস্ত্রী পাওয়া যেত- তারা কালের বিবর্তনে কাজ হারিয়ে বিলুপ্ত। পেশা হিসেবে এখন অন্য কিছু করে সেই সব মহান শিল্পীদের উত্তরপুরুষেরা। কিন্তু আমাদের উচিত ছিল সেই সব শিল্পীদের কাছ থেকে এই সব স্ট্রাকচার তৈরীর নিয়মকানুন জেনে নেয়া।

কলামের কারুকাজঃ কলামকে কীভাবে কারুকাজ করে ব্যবহার করা যায় এগুলো পুরাতন চট্টগ্রামের আসদগঞ্জ, খাতুনগঞ্জ এলাকার বাড়িগুলো না দেখলে বারবার কোন উপায় থাকেনা। প্রতিটা কলামের ক্যাপিটাল ও বেইজের রোমান অলংকার এই চট্টগ্রামে এসে হয়েছে একেবারে আঞ্চলিক। এখানে কোন লুকোচুরি করেনি শিল্পীরা। নিজেদের মতো করে ডিজাইন করে বানিয়ে নিয়েছে ক্যাপিটাল ও বেইজ। এগুলো এমনভাবে কারুকাজ করা হয়েছে যেন দেখে কোনভাবেই কোরিপ্তিয়ান বা গ্রিক ছাপ আছে বলে কেউ দাবি করে বসতে না পারে। কিন্তু মিল আছে, আবার মিলের চাইতে অমিল বেশিই।

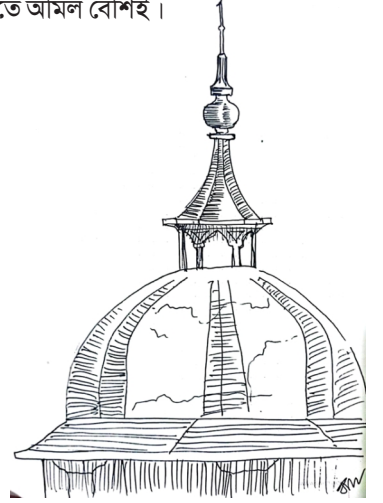
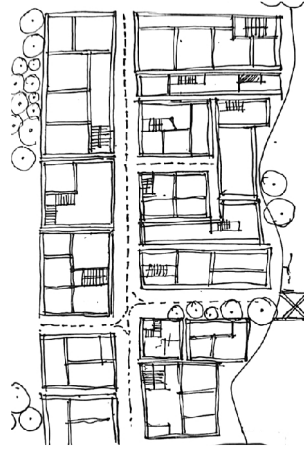
সার্কুলেশনঃ পুরাতন চট্টগ্রামের বাড়িগুলোর প্রথম ও প্রধান সমস্যা এই ট্রান্স সার্কুলেশন। একটা ঘর দিয়ে আরেকটা ঘরে প্রবেশ করতে হয়। অথবা সারি সারি ঘর ডিজাইন করা থাকে। ঘরগুলোর সামনে বিরাট টানা বারান্দা থাকবে। রুমগুলোতে আলো বাতাসের স্বল্পনা লক্ষ্যনীয়। কক্ষগুলোর মাঝে দরজার পাশাপাশি থাকবে জানলাও। কিন্তু সেগুলো খুললেই দেখা যাবে সেটা দিয়ে পাশের ঘরের খাটে কে শুয়ে আছে সেটা পরিষ্কার দেখা যায়। আজকালকার দিনে এটা কল্পনাই করা যায়না যে-পাশের ঘর থেকে জানলা দিয়ে কেউ কোন ব্যক্তির খাট দেখছে। কিন্তু পুরাতন চট্টগ্রামের ঘরবাড়িগুলো ছিল এমনই।

সেটব্যাকঃ পুরাতন চট্টগ্রামের বাড়িগুলোতে সেটব্যাক বলে কোন এলিয়েন নেই। এখানে ওয়াল শেয়ার করে বাড়ি তৈরী হয়। পাশাপাশি দুই ব্যক্তি একত্রে মাঝের দেয়াল তোলেন। আলাদা তুললেও দুই দেয়ালের মাঝে ফাঁক থাকেনা বললেই চলে। সেই ফাঁক দিয়ে আন্তর ও করা সম্ভব হয়না। ফলত আবহাওয়ার বিভিন্ন প্রভাব এই দেয়ালগুলোর ওপর পড়ে। কিন্তু তবুও মানুষ এই যায়গা না ছাড়ার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা। এখানে এই প্রভাব এখানে দেখা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে এখানে জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে মানুষকে হাটতে দেয়া হয়। দেখা গেছে গত বিশ বছরে পুরাতন চট্টগ্রাম থেকে অনেক বাড়ি শুধুমাত্র খাল দখল মুক্ত করতে গিয়ে ভাঙতে হয়েছে। সেটব্যাক নিয়ে এরপর বাড়ি ডিজাইন এখানে অকল্পনীয়।

আলো ও বাতাসঃ এই সব বাড়িতে বাইরের দিকের কক্ষগুলোতে আলো থাকলেও বাতাস তেমন থাকেনা বললেই চলে। এখানকার বাড়িগুলোর বৈশিষ্ট্যই হল - দরজা জালা ছোট আকৃতির ও সংখ্যায় বেশ অল্প। এতোটাই অল্প যে - কিছু কিছু ঘরে আলো ও বাতাস কিছুই চোকেনা। আর এর মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে কিছু মানুষ।



ভেন্টিলেটরঃ পুরাতন চট্টগ্রামে গেলে প্রতিটি বাড়িতেই আছে ভেন্টিলেটর। গরম বাতাস ঘর থেকে বেরনোর জন্যেই প্রতিটি ঘরের সাথে সংযুক্ত থাকতো নানা কারুকাজের ভেন্টিলেটর। এই ভেন্টিলেটর গুলো দিয়েই মূলত ঘরের গরম বাতাস বাইরে বের করার ব্যবস্থা ছিল। মূল বাড়ির দুইপাশে দুটো জানলা ছাড়া আর কিছুই নেই- কিন্তু প্রতিটি ঘরেই আছে ভেন্টিলেটর। এগুলো ছাড়া আসলে এই সব ঘরে বসবাস কোনভাবেই সম্ভব বলে মনে হয়না। ভেন্টিলেটর গুলো দুই লেয়ারের হতে।



সিড়িঘর ও আলো - বাতাসঃ ঘরের মধ্যে তেমন জানালা নেই, থাকলেও বন্ধ, এমন পরিস্থিতিতে আলোবাতাস চলাচল বেশ গুরুত্ববহ। আমাদের বসবাসকে ব্যহত করে আলো ও বাতাসহীন বাসস্থান। কিন্তু প্রাচীন চট্টগ্রামের বাড়িগুলোতে দেখা যায় সিড়িঘরে কোন আলোই নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার সিড়ি ঘর দিয়ে পথ পাড়ি দিতে আপনার অস্বস্তি লাগলেও এটাই প্রাচীন চট্টগ্রামের রীতি। এখানে সিড়িঘরে আলো থাকবেনা- এটাই রীতি। এখানকার সিড়িঘরগুলো বেশ খাড়া। রাইজার গুলো অবশ্যই আট ইঞ্চি। আট ইঞ্চির কম রাইজার চোখে পড়ে বলে মনে হয়না। এখানে যায়গা বাঁচিয়ে দুইঞ্চি ঘরের ভেতর নিয়ে নেয়াই হল নিয়ম। আবার এই সিড়িগুলোর হাতলগুলোতে সুন্দর কারুকাজ সমৃদ্ধ রেলিং ব্যবহার করা হয়। দেখা যায় ছাদ ফেটে গেছে, দেয়াল ভেঙে পড়েছে- কিন্তু সিড়িঘরের রেলিং খুব সুন্দর অবস্থায় আছে আজও।

সবশেষে পুরাতন চট্টগ্রামে হাটলে এখনো নানা রকমের পুরাতন বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলোর সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। পুরাতন ভেঙে নতুনের জন্ম হবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের সেটব্যাক ছেড়ে ভবন তৈরীর বিষয়টা এখনো জ্ঞানের বাইরে। অনেকেই আবার আধুনিক বাড়ি তৈরী করছেন। অনেকেই পুরাতন ভিটেতে থাকা দুইশ বছরের স্থাপনা ভেঙে এলাকাকে ইউরোপ আমেরিকা বানানোর স্বপ্নে বিভোর থাকেন। কেউ কেউ এই সব প্রাচীন স্থাপনা থেকে যাওয়ার পক্ষে। কিন্তু আমরা ঐতিহ্য সংরক্ষণ ছাড়া আর কোনভাবেই নিজেদের মূল সম্পর্কে জানতে পারব না। বুঝতে পারবোনা সেই আমলের মানুষগুলো কীভাবে নিজেদের বাসস্থানে থাকার চিন্তা করতো। আজ থেকে বারোশো বছর আগে তৈরী হওয়া এই প্রাচীন চট্টগ্রামের বিবর্তনের ইতিহাস ও থেকে যাবে অজানা। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের অবস্থান থেকে এই সব ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।



Ar. SHEIKH ITMAM SOUD

Assistant Professor & Assistant Proctor
DoA, Stamford University, Bangladesh
Email: s.i.soud@gmail.com



03. শিকড়ের সন্ধানে | ON-SITE STUDIO SESSION

The Department of Architecture at Bangladesh University (BU) has commenced its first On-site Design Studio Session named “শিকড়ের সন্ধানে” from this year, May 2024. The studio aims to gain practical on-site experience for a project outside academia to perform quickly and methodically regarding a project from both individual and group points of view.

The 2024 session was held in Chapainawabganj at the Darasbari Mosque premise from the 25th to 29th May 2024. The session involved 12 students from the fifth year of the Department of Architecture, Bangladesh University. Ar. Faysal Kabir Himun (visiting Faculty), Assistant Professor Ar. Farahnaz Khadiza Chowdhury and Ar. Sheikh Itmam Soud from BU conducted the session as the studio mentor. Besides the mentors, Ar. Iqbal Habib,

Ar. Nurur Rahman Khan, Ar. Abu Sayeed M Ahmed, Ar. Sajid bin Doza and Ar. Khondaker Hasibul Kabir enriched the studio with their presence and expertise as resource persons. The studio focuses on architectural heritage and design, harmoniously set against the captivating historical architecture of Chapainawabganj's “Darasbari Mosque” complex. The four-day on-site studio activity offered an immersive exploration into the profound history, cultural importance, contextual influence, and modern design interpretations of one of North Bengal's architectural treasures.

The expected learning outcomes were to understand a heritage site- its building, structure, material, technology, history and surrounding neighbourhood context; to understand the local climate, building pattern, technology and material; and to design considering and respecting a heritage site and its surrounding community. The studio was designed in five types of small sessions therefore the site visit session, *brainstorming session*, *lecture session*, *design session* and *outcome presentation session*. Each session has specific goals and outcomes that will lead to a final studio outcome.

The studio was inaugurated in the department premises on 25th May 2024, with a welcome speech from the Advisor, DoA Ar. Iqbal Habib. A short brief about the studio was presented by the studio mentor Ar. Faysal Kabir Himun followed by an enriched presentation on “Sultans and Mosques” by the eminent architect, educator and conservationist Ar. Abu Sayeed M Ahmed.

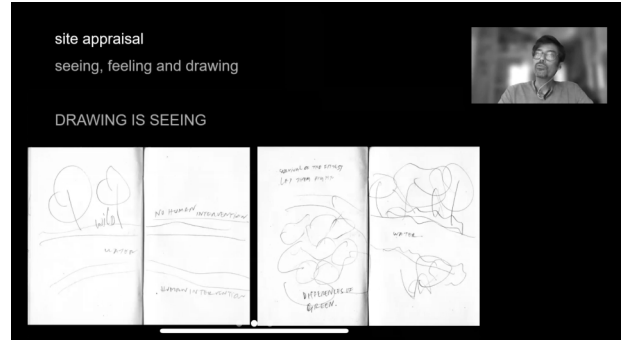


The journey from Dhaka to Chapainawabganj started on the next day 26 May 2024 early in the morning. It took around 8.5 hours to reach the destination - Parjatan Motel, Sonamosjid. The first site visit session started right after check-in and lunch of walking through the neighbourhood, Sah Niamatullah Mosque complex, Choto Sona Mosque complex and communicating with the locals. In the evening, the first Brainstorming Session was conducted about the first impression of the context.



The second site visit session conducted on next day morning, was about visiting the Darasbari Premise - Darasbari Mosque and Darasbari Madrasa. The session lasted for around 3 hours. The second session comprised two tasks – the impression on Darasbari Premise, its architectural features and imprints on surrounding. The third session started with a little meditation and continued the task of discussing individual ideas presentation on what kind of interventions might be possible for conserving and using the place for the visitors.





On the third day, 28th May 2024, the morning session was an online lecture session. Eminent architect Khondaker Hasibul Kabir conducted the session to discuss the Vernacular Influence on Heritage Architecture and ways of engaging the community. With a new orientation, the students continued their search for possible interventions on the site of Darasbari Mosque premises. The second session continued till evening with a time-to-time discussion with the mentors. They started to find some influence, documented through sketches and photographs and discussed relevant points or locations of their influence for their presentation. The students presented their final proposed intervention proposals in the third session in the evening. All the scopes of interventions were documented and then sorted into three categories short-term, mid-term and long-term. Only the short-term interventions were decided to take into consideration as design tasks where the main considerations were zero to low maintenance and must be influenced & belong to the Darasbari complex. The short-term interventions were a modular bench, prayer mat, waste bin and QR code scan stand. The fourth session on day 4 and the first session on day 5 were design sessions where students worked individually and then in groups. Their possible design ideas and decisions were documented, and feedback was given accordingly. On 29th May 2024, the studio ended with lots of memory.



The Department of Architecture, Bangladesh University is going to arrange a certificate-giving ceremony with an exhibition and a publication on studio experiences and outcomes in the coming month.



HERITAGE OF CHATTOGRAM

4



SYMBOL OF MUGHAL SPLASH ON THE SOUTHERN BANK OF KORNAPHULI

“Architecture is the biggest unwritten document of history” - Daniel Libeskind.

Throughout the passage of time bangle was ruled by many rulers and many of them introduce new building technology and style.

BACKGROUND

It is said, in the early 18th century (1713-1718 AD) Dewan Amin Muhammad Chowdury build Surut Bibi Chowdurani Jame masjid as a symbol of love to his wife Surut Bibi Chowdury. Dewan Amin Muhammad Chowdury was the son of a landlord of Dewan Porgona(state) which was included in Mughal emperor.⁽¹⁾

There is an another says, During the time of Fokhruddin Mubarak Shah (1338-39), six sister named Malka Banu, Surut Bibi, Kala Bibi, Dola Bibi, and others was working on spreading Islam. It is not clear either they were neo-muslin or traders from Arab. It is undeniable, their contribution to spread Islam on the southern part of Chattogram (Bashkhali, Kutubdiya, Anwara). During their time this masjid was build.⁽²⁾

LOCATION

Southern bank of Kornaphuli, 20Km apart from Chittagong city, precisely village Sholkata, 6 no. Baro-Khain Union, Upazila Anwara, which coordination is 22°13'11.7"N 91°53'27.2" E.



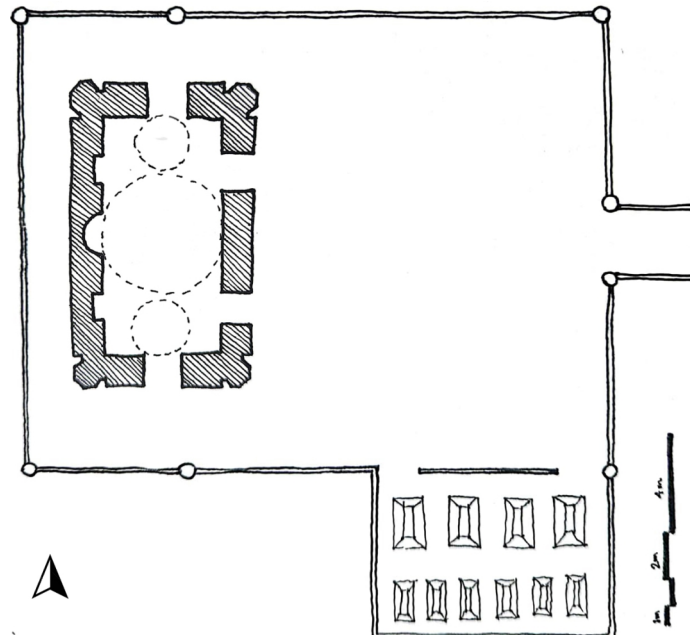
Ar. Muhammad Tanzil Hasan

Lecturer, DoA, Premier University Chattogram



Ar. Zihan Faria

Lecturer, DoA, World University Bangladesh



Layout plan of the complex.

The Mosque complex has a territory of approximately 3760 square meters, and a large fresh water source (Dighi) of approximately 16 kani (19.2 Bigha) is located in the southern portion of the complex. It is assumed that the land of masjid complex was developed by the soil of the Dighi (vast water container).

This complex welcomes people with oblique approach where at the starting we found a Eidgah located at the north bank of the Dighi.

**PRAYER HALL:**

Main prayer hall is 13m in north south and 8m in east west which consist three rows for salat (prayer) inside. West wall of the prayer hall contains Mehrab at the center and two shelves.

**WALL:**

Rectangular prayer hall made of thick wall (1.5m) and height of 6m. Building material of the wall is burnt brick.

**OPENINGS:**

The Prayer Hall consists of three entrance doors and two windows. Out of three door the middle one is larger than others. On the other hand, both windows are identical in size and shape. Except for the largest opening, all openings are the same size.

ROOF:

One large onion shape dome, flanked by two smaller domes. Average height of those domes is 10.5m from the ground level. All three domes are located on its drum (battlement), where all bases are octagonal in shape. Radius of large one is 2.75m can be experienced from the main chamber. Other two are only for external decorative purpose. Dome with conical member at apex.

**CORNER TURRETS:**

Four octagonal corner turrets located on the four corners of main building tentatively height 15m. Today two of those are ruined for unplanned development of the extension building.

**BOUNDARY WALL:**

According to the old masjid compound layout, it was remarked with a low height (1m) wall which thickness was 0.5m. the length of boundary wall in north south side is 19m and the east west 24m

GRAVEYARD:

Whole masjid complex surrounded by graveyard where a bujurgh (wise man) named Jane Ali Shah(R) laying on the west side of the masjid. At the south eastern side of the boundary there are eleven graves of Surut Bibi family member.

BUILDING MATERIAL:

Brick is used as general building material. Mortar was used to join bricks.

RENOVATION WORK:

Over 2000 local community take initiative to build an extension block to accommodate more people to pray and a madrasah (hefz-Khana). Nevertheless, it was a good initiative but at the time of extension work unskilled worker destroyed two eastern side corner turrets of main prayer hall.

CONCLUSIVE REMARK:

Though it is controversial to say which period of time this architecture represents, but if we look closely to its detail (Octagonal drum battlement dome, octagonal corner turrets) it has more similarities to Mughal Architecture.

Renovation and conservation can be done to a historical architecture, but unplanned interpretation should not be promoted anyway.

REFERENCE:

- Cplus TV
- 1. (Mar 28, 2023.) স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন আনোয়ারার ঐতিহাসিক ছুরুত বিবি মসজিদ | Cplus.Vedio link: <https://www.youtube.com/watch?v=JQ4hIIUnkFg&t=211s>
- 2. Raihan Azad, Anushondan, 2005, Chittagong, Azad Printers. (Page 12-13)
- Photo Courtesy: **TASNIM HASAN**
- Sketch Courtesy: **ABDULLAH AL MAHFUZ**

**PROJECTS
& IDEAS** **5**



DISASTER-PROOF 'BRIDGE SCHOOLS' IN CYCLONE-PRONE BANGLADESH PROVIDE ACCESSIBLE EDUCATION

Name : BRIDGE SCHOOLS
 Location : BANGLADESH
 Lead architect : QUAZI WAFIQ ALAM
 Architecture team : HOSENUR RAHMAN JUWEL, NOWSHIN MATIN
 Structural engineer : SAUBAN MASUD



BRIDGE SCHOOLS PROVIDE ACCESSIBLE EDUCATION IN BANGLADESH

The Bridge Schools initiative seeks to empower disadvantaged communities in Bangladesh by making education more accessible to children along coastal, disaster-prone regions. The project led by Quazi Wafiq Alam alongside a group of architects introduces community-based participatory design development workshops where school dropout children alongside parents and peers can engage in academic and extracurricular growth activities.

The schools are built across eight locations with protective frameworks comprising reinforced concrete columns and beams in a simple grid to ensure protective longevity and rigidity in the cyclone-prone areas. In their designs, they are modular and uniform, enveloped in vibrantly painted wooden panels to create an engaging and playful learning environment.



CLASSROOMS LINED ALONG THE VERANDA H

DISASTER-PROOF STRUCTURES FOR ENGAGING LEARNING

In coastal Bangladesh, access to formal children's education is highly constrained due to the challenging socio-economic and environmental conditions. As a result, these areas face a significantly higher rate of dropouts in secondary education. Addressing this, the Community Development Centre — CODEC, supported by ERIKS Development Partner and Friendship is implementing the Showpner Thikana initiative to establish quality secondary educational services for those affected.

Eight Bridge Schools, built on lands contributed by their respective communities, have already been constructed and 341 children are currently admitted in an academic curriculum enriched with several extracurricular activities. The schools are developed in low-cost patterns with two typologies, one linear and the other L-shaped. Wood panels are used for enclosures and windows, meanwhile a steel structure composes the roofing. The architects



designed the windows in such a way that they can provide ample natural light and ventilation into the classrooms on a regular day, while also being able to easily shut during cyclones. Cross ventilation is also ensured throughout with the integration of different levels to help regulate climatic comfort in the warmer months.



VIBRANT PAINTED WOODEN PANELS CREATE A LIVELY LEARNING EXPERIENCE



BRIDGE SCHOOLS INITIATIVE EMPOWERS DISADVANTAGED COMMUNITIES IN COASTAL BANGLADESH WITH EDUCATION



THE COOLING WINDOWS CAN EASILY BE SHUT DURING CYCLONES



CLASSROOM TOPPED BY STEEL ROOFING



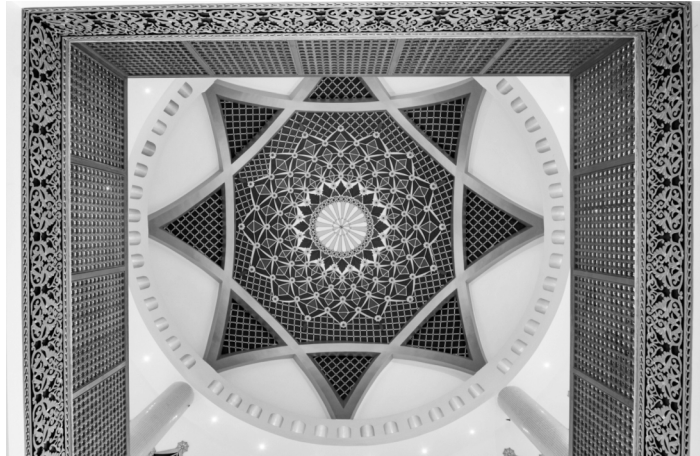
THE SCHOOLS ARE DEVELOPED IN LOW-COST PATTERNS WITH TWO TYPOLOGIES, ONE LINEAR AND THE OTHER L-SHAPED



Ar. HOSSAN MURAD

PRINCIPAL ARCHITECT, ALIGN ARCHITECT
Email: hossan_0047@yahoo.com

MOHAMMAD ALI SHIKDARBARI JAME MOSQUE



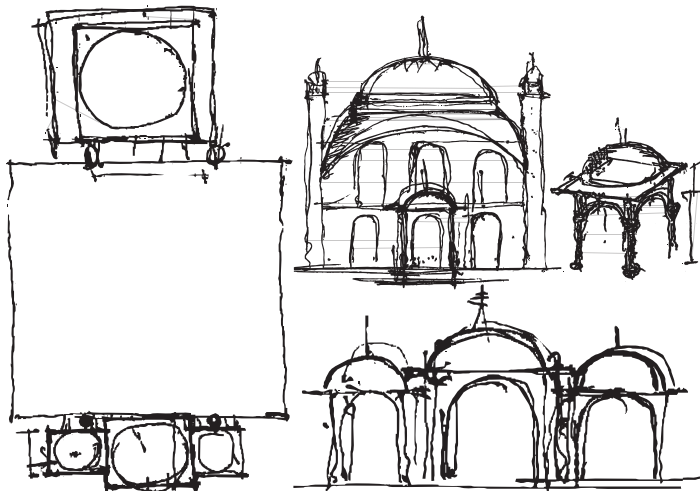
Location : Chondonaish, Chattogram, Bangladesh
Site Area : 31,831 sq.ft
Build Area : 2,121 sq.ft.
Architecture Firm : ALIGN ARCHITECT
Year of Completion : 2021

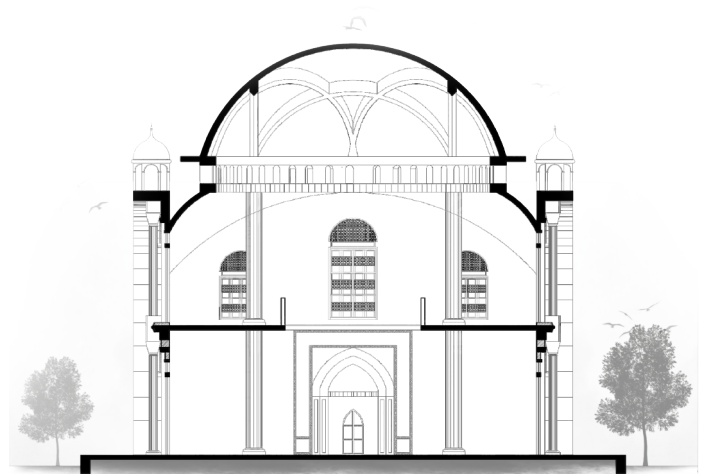
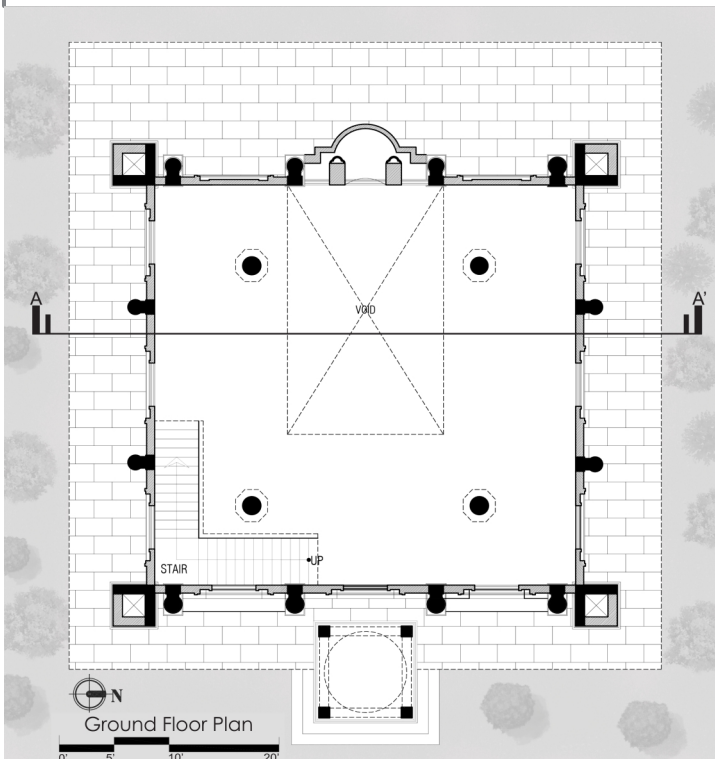
We know mosque is one of the world's most celebrated traditions. In this era of misconception mosque is a citadel of learning and veritable institution for the resurgence of Islam. Here the Shikdar Bari Jame Mosque is a traditionally inspired rural community mosque nestled between greenery. Now the design of the mosque has become a socio-cultural landmark for the village people of the Chandanaish Upazilla. For instance, Clients wish also is not only to serve the community in the enlightenment of Islam but also allow them a socio-cultural space to assemble.

Here the blue dome mosque in the middle of the green is the meeting place of the earth and the sky. On the other hand it also represents the sky, symbolizing the gradual spiritualization of the mosque exterior and interior.

Fast and foremost ,within short time period the design of that mosque has drawn certain attention among the people of Joara union because of its distinctive design elements and structures create particular unique feelings from those who observe it from outside and inside.

The conceptual source of the design inspired from Ottoman architectural style yet contemporary in material and construction. The interior and exterior of the form cannot be separated from each other. The feature of its single dome with four slender minarets, spectacular decorated interior spaces, meticulous craftsmanship, together associated with moqtab ,outer courtyard, pond, ablution space represent the uniqueness of the art form and the pious benefaction of Islam.





The decoration in that mosque is not limited to the covering of surfaces, it also helps to transform the space; mainly concentrated in the main prayer space. The aesthetic values of ornamentation in accordance with the structure, create the co-existing, centrifugal visual effects within the prayer space. Therefore when the people enter the mosque, their eyes get drawn upward, which enhances the unity and sense of centripetal attraction.

“Common elements of decoration found in the interior of the mosque are the ornamentation motifs represented by floral, geometric and calligraphy. So we can say there is a proper positioning of Islamic motif and ornamentation interior and exterior of the mosque and this aesthetic quality gives a welcoming ambience that invites the believers of Islam into its space.”

The Shikdar Bari Jame Mosque retains its authenticity in terms of form and design, materials and functions, spirit and feelings. Here light plays a vital role, entering from the openings in the walls. Islamic style metal screens are used in those openings. Screens are used to filter sunlight and provide a cool, private interior. In fact bright skylight reaches the inner space from the upper openings of the drum and this luminous effect also help to understand the sun's direction at day time. There is also a small opening on the wall of mihrab represents God is light; in him there is no darkness at all and this opening is beautifully adorned with decorative ornamentation from the inside and outside.

Only the direction of Qibla is important in the space of mosque. The necessary spatial characteristics in the space is the massiveness which visually creates the effect of concentration and gathering. The mosque has four tympanums just below the main dome.

However here four main arches effectively support the dome and thus its load smoothly transferred to the four piers over a square prayer space of (1311 s.ft) ground floor and first floor with rectangular void creating the effect of an uninterrupted upward transition to emphasize the unity of the inner space. Four piers are independent from the walls sustaining their form as columns. The openings of the drum also act as an important structural element closely related to the structural strength of this architecture.



Unlocking Urban Pockets: A Placemaking Repurpose for Urban Leftovers



Ar. SOURAV ZAMAN

Lecturer: DoA, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalganj.

INTRODUCTION

Urban areas are grappling with the challenges posed by increasing population density, rural-to-urban migration, and limited available land (Lagakos, 2020). As a consequence, urban planning and spatial management have become critical considerations in ensuring sustainable urban growth and improved quality of life for residents. According to Turok and McGranahan (2013), urban growth does not have one uniform development model and includes multiple reasons such as the political stability for growth management, financial resources, the institutional scope for planning, and topography, current infrastructure, traditions, and culture. As urbanization accelerates, Khulna city faces the challenges of densification and the resultant congestion in its urban breathing areas. As a result, the service of urban public spaces remains only limited to a certain aged population and excludes children and elderly. This study focuses on a specific site that has undergone significant transformation due to the expansion of road infrastructure and development phases, resulting in its degradation from a multifaceted public space to a neglected dumpsite. The research aims to revitalize this urban pocket through a placemaking and community based approach that incorporates co-design and participatory research methods. The methodology involves a series of workshops, group discussions, surveys and interviews with neighborhood residents, regular walking people by the street and authoritarian bodies to understand their needs and aspirations.

The urbanization process, however, has brought pressing urban challenges towards sustainable cities and communities, including an increasing number of slums and squatters, inadequate essential services and facilities for neighborhood residents, lack of affordable housing, pollution in different forms, etc. In 2021, the top three largest cities, Dhaka, Chittagong and Khulna, accommodated about 64% of the total urban population of the country (Planning Commission, 2020). Furthermore, Khulna, the 3rd largest, industrial city of Bangladesh has about 0.7 million people in its 45.65 sq. km area. There are only 8 parks in Khulna City, most of which are small and cover only 0.15% of total Khulna City Corporation area. Among the 31 KCC Wards, only 7 (23%) Wards, where 27% city people live, have parks. The remaining 24 (77%) Wards having 73% city people are deprived of parks (TK Roy et. al, 2022; Sowgat 2012).

THEORY OF PLACELESSNESS

In stark contrast to the richness and depth of place, the phenomenon of placelessness represents a disconcerting trend characterized by the erosion of local identity and distinctiveness. With the relentless march of globalization and urbanization, the homogenizing forces of consumer culture and mass production have rendered many spaces devoid of meaningful connection to their surroundings. Lynch (1981) aptly describes placelessness as a condition where the built environment lacks legibility, coherence, and a sense of place. The theory of placelessness, introduced by Edward Relph in his research "Place and Placelessness" (1976), examines the erosion of meaningful connections and distinct identities within the built environment, resulting in the homogenization and loss of unique sense of place. Placelessness refers to a condition in which spaces lack distinctiveness, character, and identity, often due to the prevalence of standardized designs, repetitive patterns, and globalized influences.

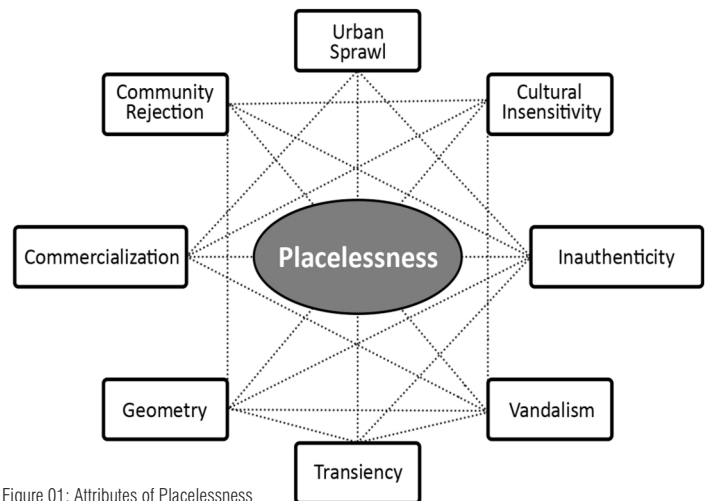


Figure 01: Attributes of Placelessness

This loss of place is not merely an aesthetic concern but has profound implications for social cohesion, mental well-being, and environmental sustainability. As communities grapple with the challenges of placelessness, architects and urban planners are called upon to reclaim and reinvent the notion of place in the contemporary built environment.

THE SITE

The site represents a vibrant and prominent area within Khulna city which is at Moylapota node. It is surrounded by huge residential areas, one of the most popular nursery schools accommodating around a thousand students, one of the most prominent kitchen markets and an oldest CBD. However, despite its bustling nature, several pressing issues hinder the overall livability and community engagement in the vicinity. The lack of pedestrian pause points and the absence of public spaces within this densely populated residential area contribute to a monotonous and uninviting walking experience. Furthermore, an underutilized urban space in close proximity has become a dumping ground for waste, presenting a glaring environmental and aesthetic concern.



(a) City area of Khulna (b) Public space around the city © Surrounding Building Footprint

Figure 02: Site Location

TRANSFORMATION HISTORY AND CONTEXT

The site, situated at one of the CBDs of Khulna city, near Moylapota node, formerly a versatile and multi-dimensional space, served as a central hub for various community activities. It accommodated the “Community Eid Gah” during Eid festivals, provided space for funeral ceremonies, hosted Badminton courts in the winter, transformed into a football ground during the rainy season, and offered a playground for street cricket during the summer days. However, with the introduction of road and pedestrian expansions, the once-spacious area gradually transformed into a narrow and non-functional piece of land. Its versatility was lost, leaving it relegated to vending activities and becoming a dumping ground. The relocation of Zohra Khatun School and the expansion of the Kitchen market further reshaped the zone, turning it into a bustling and heavily trafficked area, particularly during peak hours. In the midst of these changes, the site's intrinsic character and sense of place have eroded, raising the urgent need for a comprehensive architectural intervention to restore its vibrancy, functionality, and community significance.



Figure 03: Age wise user & activity analysis

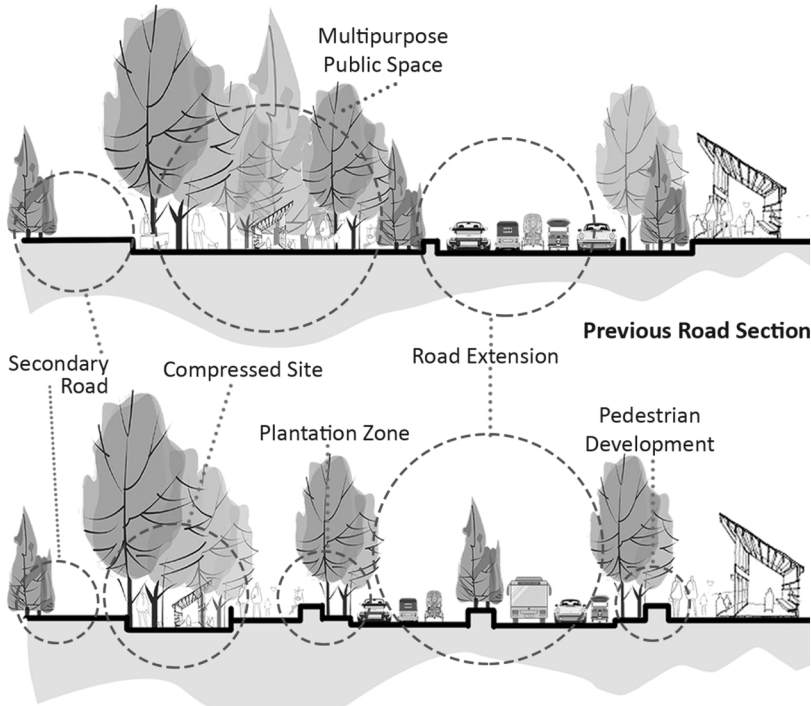
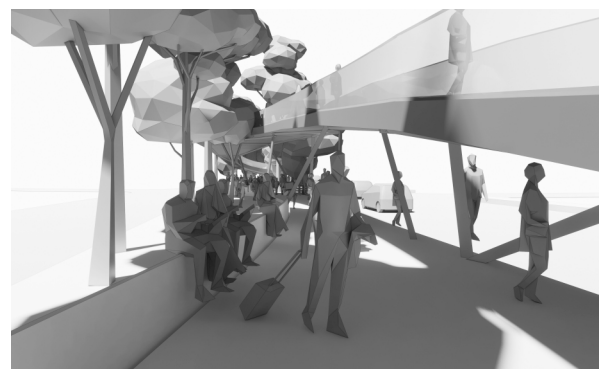
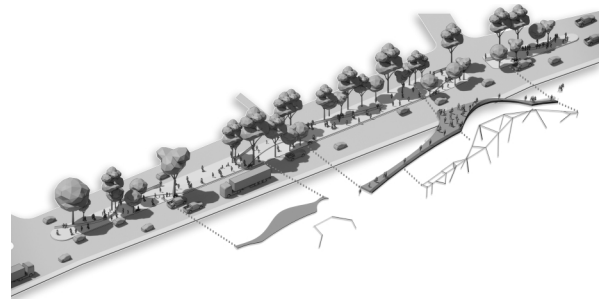


Figure 04: Transformation of the road section



Existing Road Section

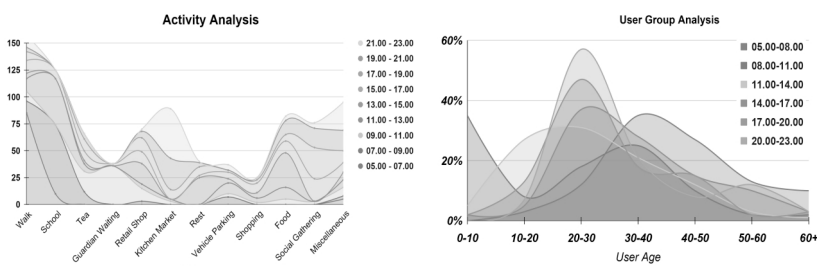


Figure 05: Age wise user & activity analysis



(বুনন বাড়ি) RESURRECTION OF THE WOVEN AIR

A LIVING MUSEUM OF DHAKAI MUSLIN FABRIC

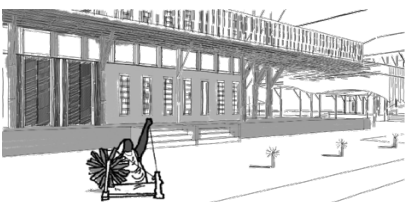
Muslin - one of the glorious golden past of bengal. The history of the textile industry in bengal is very old. During the mughal period, dhaka, the capital of bengal, used to make very fine cloth, which was known worldwide as muslin. The emperors of the mughal empire, were particularly fond of this finest clothing.

The government is planning to go for commercial production of dhakai muslin, a 170-year-old ancient heritage, said textile and jute minister golam dastagir gazi. to facilitate this plan, the ministry of textile and jute will set up a muslin house and jamdani village at rugganj upazila of narayanganj. to identify muslin's geographical indication and encourage the weavers. To identify their problems and limitations and solve them. To work according to the outcomes and help in revitalizing the industry again



MEHANAZ SIRAT CHOWDHURY

Project Supervisor: Hossan Murad
Premier University Chattogram
Email: mehanazsirat7@gmail.com



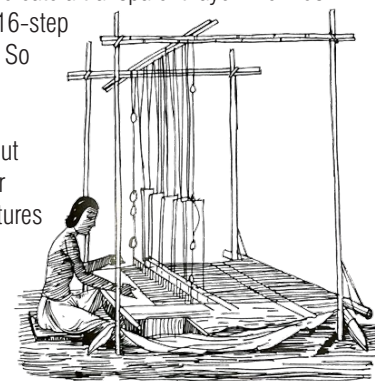
Muslin – "LEGEND OF THE LOOM" other imperial poets said it was "BAFT HAWA" (or 'WOVEN AIR').

One of the glorious golden pasts of Bengal. But we lost this treasure by the end of the 20th century. After finding the lost knowledge about muslin the Ministry of Textiles and Jute will set up a Muslin house at tarabo, Rugganj upazila of Narayanganj.

My concept behind this project is – "under the cloud of muslin" To create a transparent layer like muslin between the people and the weavers. so they can know about how 16-step rare fabric can be made by our weaver's hand and appreciate them. So that they can relate to our heritage.

This project consists exhibition zone for people to know more about muslin and research zone, as well as a training zone with the proper environment for muslin to make because we need certain temperatures and environment for proper thin count muslin.

This project tried to identify the muslin's geographical indication and encourage the weavers. And solve their problems and limitations to work according to the outcomes and help in revitalizing the industry again.



STEP 03: PREPARING THE MUSLIN

I tried to design this project sustainably, inspired by the environment and materials of rural context in our countries.

The construction of this project is made with bamboo posts and beam structure and the wall with soil in the rammed earth technique to control the heat. Also, use the,

- The bamboo treatment with,
- Selecting high quality poles,
- Treating bamboo with borax,
- Properly drying the bamboo.

FLATTENED BAMBOO ROOFING

Explore the history, versatility, and eco-friendliness of flattened bamboo shingles in modern and traditional bamboo architecture. Delve into its pros and cons while learning, step-by-step, how to make your own pelupuh system.

TERRACOTTA BASED COOLING SYSTEM

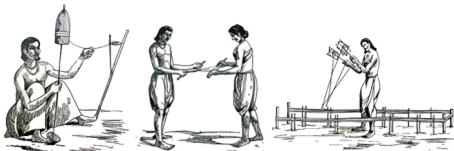
This heat emanating from factory machines can potentially affect workers' health and productivity levels. There was an urgent need to come up with a solution and Siripurapu proposed a setup that would reduce the temperatures through the concept of evaporative cooling. The idea is extremely simple and executed with utmost proficiency.



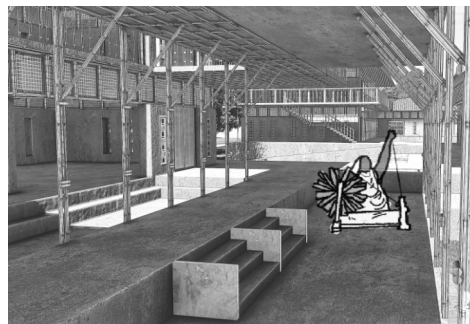
STEP 01: PREPARING COTTON

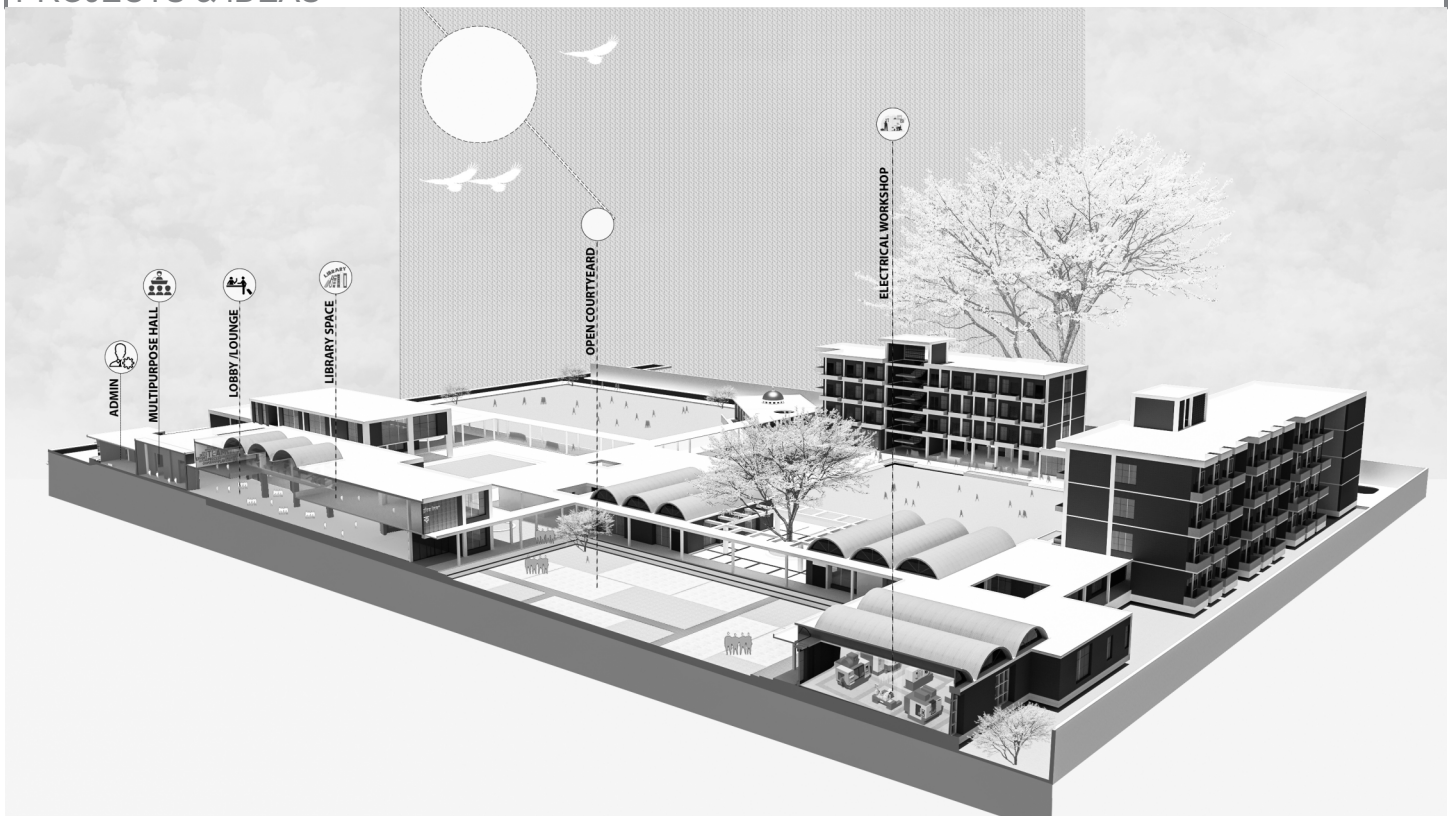


STEP 02: PREPARING THREAD



STEP 04: PREPARING THE PACKAGING





BANGLADESH INDUSTRIAL TECHNICAL ASSISTANCE CENTER, AT BARISAL

Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC), has been named as the successor to the Pakistan Industrial Technical Assistance Center. After the independence of Bangladesh, it has been renamed BITAC. BITAC was established in 1962 by integrating the two other productive industries of IRDS and PIPS. BITAC is being used to provide productive activities to improve productivity through laboratories and workshops.

Therefore, it is possible to improve the national economy by creating product, process and skilled manpower. Five centers of BITAC are located in Dhaka, Chittagong, Chandpur, Khulna and Bogra . (2014, BITAC) BITAC conducts three month duration Advance Technical Training Courses regularly throughout the year, adding that the trades that BITAC run Machine Shop, Auto-Cad, Carpentry, Electric, and Plastic Processing, Refrigeration and Welding, Pattern Making, Foundry Practice, Auto-electricity, Heat Treatment, Mechanical Drafting, Welding, Electrical Maintenance etc. Every trainee gets meal and boarding facilities free during their course time and after receiving training from BITAC, each trainee is given a handsome amount of money along with a certificate of course completion.

PROJECT INTRODUCTION:

Project proposal : Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC) at Barisal
 Client : BITAC
 Site : Hiron point, Barisal
 Site Area : 8 acre
 Finance : Ministry of Industries of Bangladesh

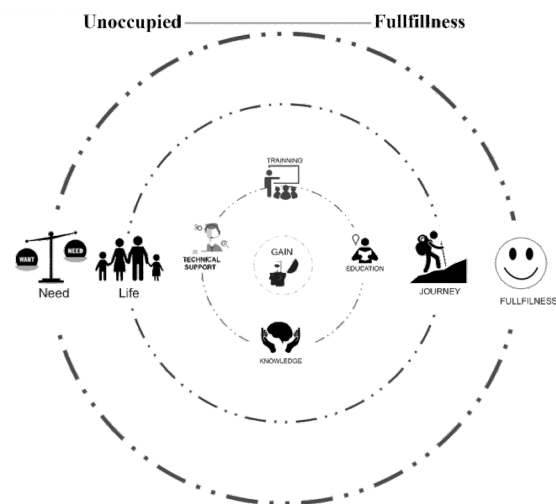
NUSRAT JAHAN

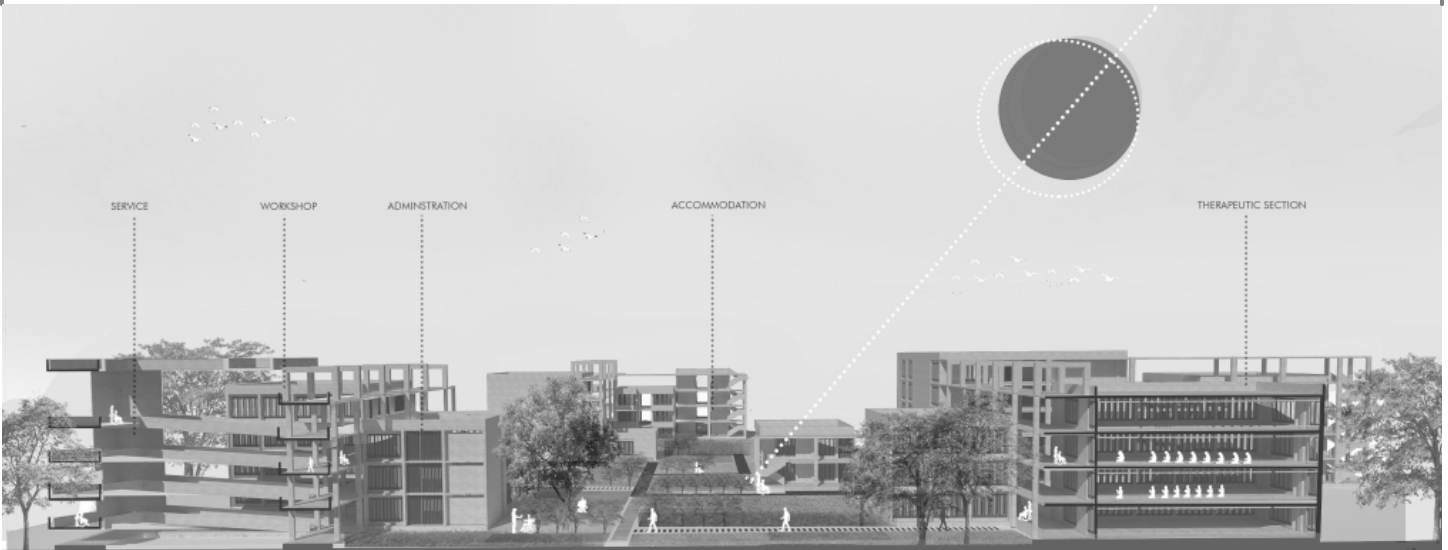
Project Supervisor: Hossan Murad
 Premier University Chattogram
 Email: nusrathossen757@gmail.com



CONCEPT

To eliminate the unemployment rate of our country BITAC take step for transforming people in to manpower in public welfare. As, the greatest natural resource of our country is it's people.





EMBRACING THE EXCEPTION

THE DESIGN OF CRP (Center of Rehabilitation for the Paralyzed)-RAJSHAHI

KANIZ FATEMA
NOMROTA SARKAR

DESIGN STUDIO- IX
Khulna University of Engineering and Technology

Over the centuries, designing for differently-abled people has been a complex but under-noticed aspect of architectural practices. Universal accessibility has always been an inevitable consideration, however, most of the design ventures somewhat left it aside. Nowadays, this type of inclusive design approach tends to be imperative because of a series of consecutive physical and natural phenomena.

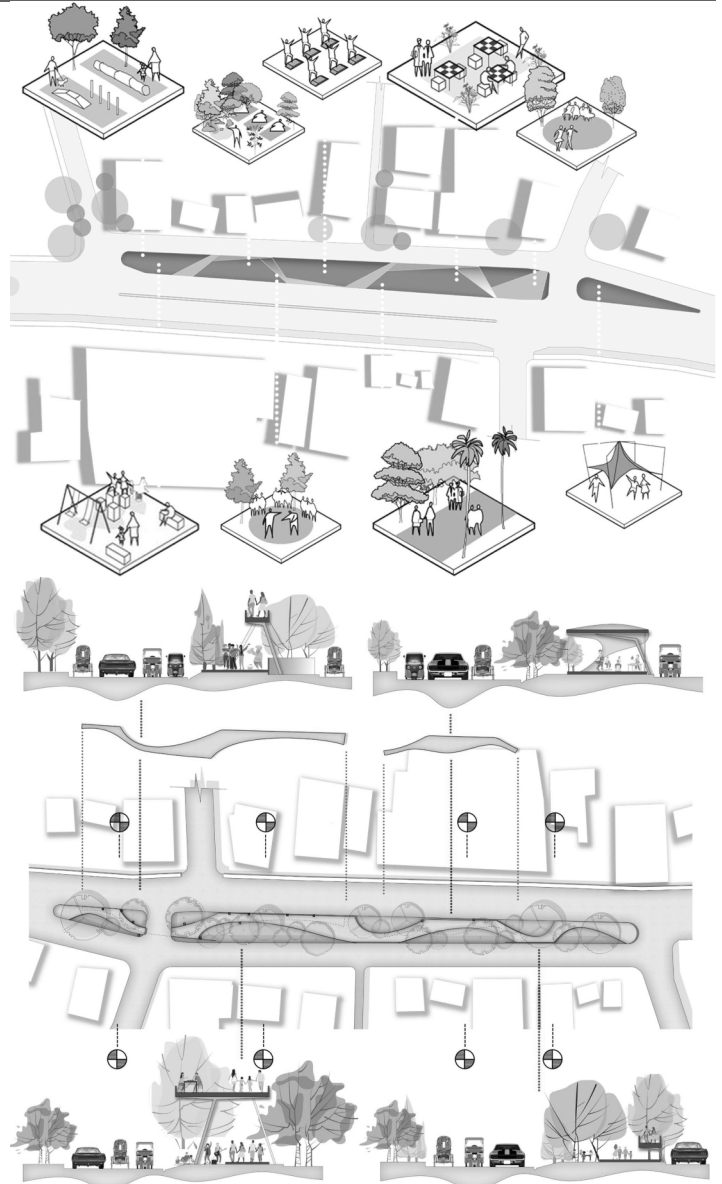
In this context, CRP started as the form of CRP- Bangladesh after the terror of 1971 that continues to serve till today. In recent years, the increasing rate of road accidents, Factory accidents, construction hazards, and genetic disorders have intrigued and brewed cases of paralysis that essentially demand multiple regional branches in certain zones of Bangladesh.

This approach attempts to organize an inclusive design for the paralyzed and people with spinal cord injuries that would include a whole herd of corroborative functions. Quite a straightforward and typical schematic approach has been followed to materialize the design procedures.

PROPOSED DESIGN SCHEME

Addressing the community perception and spatial desires, the design solution suggests an idea of a vibrant urban pocket park which caters a space for diverse users according to age. To address the need of transitioning users, the walkway will help them to achieve a pedestrian pause with a communal attachment of emotion to take a break, sit and restart. The closer zone of the nursery school will engage children frequently as users on the site that will act as a child friendly playing zone with guardian waiting spaces. To acknowledge the decade long practice of pottery by the old pottery lady, the park can throw pottery workshops and selling zones which will engage the school community mostly.

To revive the temporal characteristics of the site, activities like morning walk loop, yoga, free hand exercise zone can be proposed ensuring the children



and elderly a sense of safety. In the late mornings and noons, the park will be occupied by school users, both students and guardians. The same site will act as a gathering place for the youth under the shade of the elevated walkway and dense urban forestation. Activities such as chess, kite flying, card games and on spot cultural activities including music, comedy, mime and theater are proposed to revive the sporty character of the site. The masterplan along with the expression of the form derives fundamentally from a function and technical approach rather than any intangible concept.

A traumatized patient's initial visit to CRP is greeted with increased optimism as one watches peers engaging in a variety of activities in their altered condition of daily life. As he/she witnesses energy, life, and joy surrounding the center court, he/she gets a sense of belonging and courage. Out-patients who come for therapy treatments are also celebrated and appreciated for their excitement and real spirit as they engage themselves in adaptive chores.

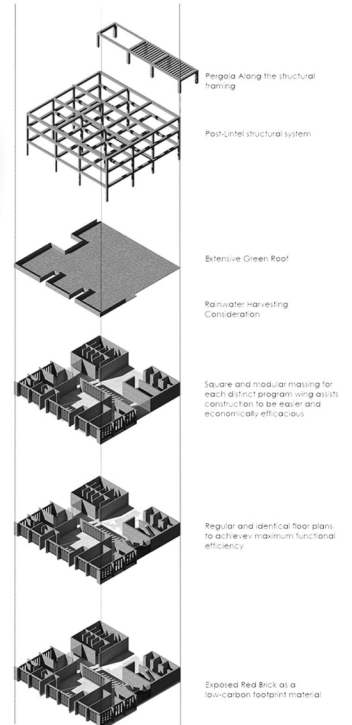
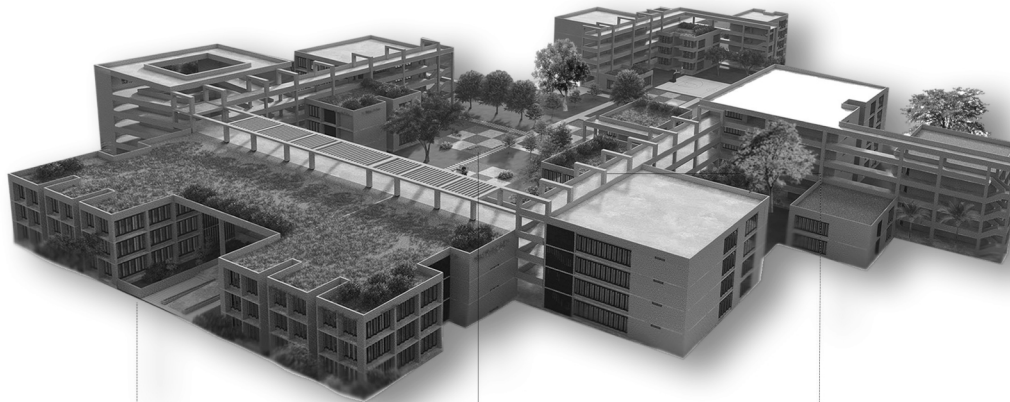
The complex creates an interior court that separates the inside area from the outside, which is necessary for the patient's safety and privacy as they have already been distressed with different physical states. As a result, the Entry block, along with the clinical and Operation blocks, create a noise barrier between them and the main road. Furthermore, such a broad buffer may be sufficient for patients to support multi-physical activities, which may attract new patients and inspire optimism at first sight.



GROUND FLOOR PLAN

This project intends to make training, education, medical facilities, and extracurricular activities all available. It's also a light-sensitive design that accommodates differently-abled persons who require help for a longer amount of time.

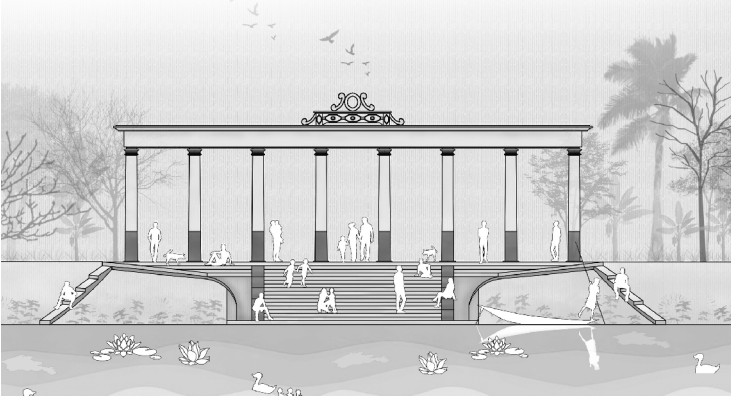
The most imperative attribute that has been considered while designing for the differently abled people in this project is, ensuring the universal accessibility and the convenience of access throughout the spaces.



বাঁধা ঘাটঃ

সময়ের সাথে সমান্তরাল

নড়াইল জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। আয়তন- ৯৯০.২৩ বর্গ কিলোমিটার। ১৮৬১ সালে যশোর জেলার অধীন নড়াইল মহাকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় নড়াইল সদর, লোহাগড়া ও কালিয়া থানার সমন্বয়ে এই মহাকুমা গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ নড়াইল মহাকুমা কে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। জেলা শহরটি চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত। নড়াইল শব্দটি স্থানীয় লোক মুখে নড়াল নামে পরিচিত।

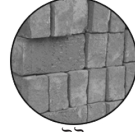


নড়াইল নামের সাথে নড়াইল জমিদারদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই জমিদার বংশের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে রূপরাম রায়ের হাত ধরে। তখন অবশ্য এটা ছিল নাটোরের রানী ভবানীর জমিদারির আওতাধীন একটি তালুক। পরবর্তীতে রূপরাম রায়ের ছেলে কালি শংকর রায় তালুকদার থেকে স্বতন্ত্রভাবে জমিদারি শুরু করেন। এই কারণেই তাকে এই জমিদার বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। বিশাল এলাকাজুড়ে অবস্থিত এই জমিদার বাড়িটি অনেকগুলো ভবন, নাট্যমঞ্চ, মন্দির, কাচারি ঘর, পুকুর-দিঘী ও ফলের বাগানে সুসজ্জিত ছিল। তবে বর্তমানে অযত্ন আর অবহেলায় প্রায় সব স্থাপত্যগুলো বিলুপ্ত। তারপরও দুই-একটি স্থাপনা আজও কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো এই বাঁধাঘাট। স্থানীয়দের কাছে এটি রাজবাড়ী ঘাট নামেও পরিচিত। এই শহরের অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান এই ঘাট। চিত্রা নদীর পাড়ে অবস্থিত এই ঘাটটি প্রায় ২০০ বছরের ও বেশি পুরানো। এটি ধারণা করা হয়, এটি রোমান স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। ঘাটের উপরে রয়েছে ছাদ আর সেই ছাদ কে ধরে রাখার জন্য আছে ২০ টি কারুকর্মময় কলাম, যার প্রতিটির উচ্চতা প্রায় বিশ ফুটের কাছাকাছি।

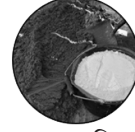
এই ঘাটের সাথে বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদিত লেখক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ও জড়িত। আশেপাশের স্থাপনা সমূহের মধ্যে চিত্রা নদী, রতনগঞ্জ পোস্ট অফিস, ভিক্টোরিয়া কলেজ রোড, এ.স.এম সুলতান শিশু স্বর্গ, যশোর-নড়াইল- মাগুরা প্রধান সড়ক, রূপগঞ্জ বাজার বাস স্ট্যান্ড, নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ অন্যতম। সেই সময় চলাচলের মূল মাধ্যম ছিল নদীপথ।

জমিদারদের বজরা এই ঘাটেই ভিড়ত। এছাড়া জমিদার বাড়ির মহিলাদের ধর্মীয় বিভিন্ন পর্বের স্নানযাত্রা এই ঘাটেই সম্পন্ন হতো।

কাঠামো তৈরীর উপকরণ-



ইট



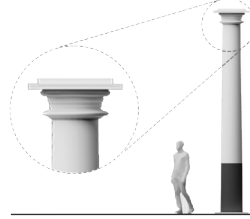
চুন-সুরকি



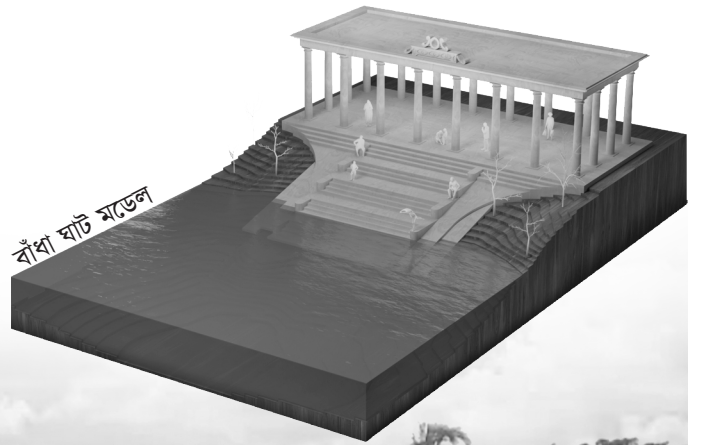
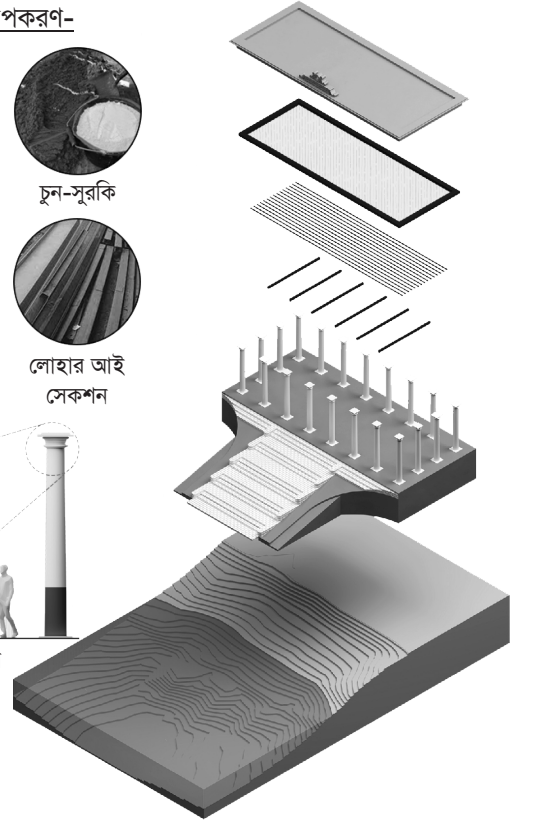
করি বর্গা



লোহার আই সেকশন



রোমান স্থাপত্য শৈলীর নির্দেশক



SHOUBHIK DEY

Email: shoubhik990107@gmail.com



6 **CREATIVITY** & MISCELLANEOUS



Ar. TARANA TABASSUM



Part-time Lecturer (BSMRSTU)
Student of M. Arch (KU)

URBUILDART

"Urbuildart" is an illustration that captures the essence of urban architectural building design and artistic representation through illustration. The scene unfolds as a vibrant tapestry of building designs, featuring a bustling bazaar, modern apartment

complexes, a towering high-rise. The skyline is dominated by a towering high-rise, symbolizing the ever-expanding urban landscape and its inhabitants' aspirations. A network of roads connects diverse neighborhoods, facilitating traffic and pedestrian flow. It captures the multifaceted nature of urban living by blending architectural design with the vibrant spirit of the cityscape. The illustration skillfully collages different buildings and elements, capturing the multifaceted nature of urban living. The bazaar occupies the foreground, with structures, colorful stalls and vibrant awnings. The skyline is dominated by sleek high-rise towers, with their glass facades reflecting the city's ever-changing landscape. Nestled between these towers are charming apartment buildings, adding a touch of intimacy to the skyline. Urbuildart is more than just an illustration; it is a celebration of the beauty and creativity found within the urban building, architecture a testament to the power of art to elevate the ordinary to the extraordinary.

PHOTOGRAPHY



"The Locked Door"

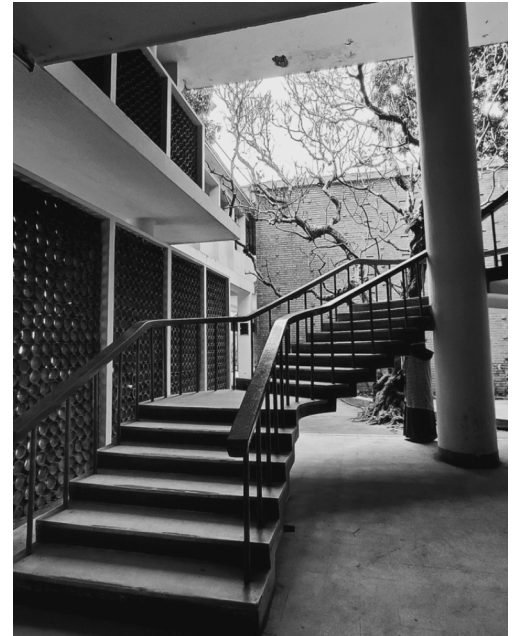
Indicating a close-up of an old, weathered wooden door that is officially sealed. The paper has handwritten text. The overall scene suggests a historical or official context, where the sealing of the door could be related to legal, ceremonial, or cultural reasons.

"Gaze of Innocence"

This poignant photograph captures the striking gaze of a young child, staring directly into the camera. The black-and-white composition emphasizes the raw emotion in the child's eyes, conveying a sense of innocence, curiosity, and a depth of untold stories. The background is blurred,



keeping the focus solely on the child's expressive face, which stands out with its strong contrasts and fine details. The minimalistic setting, devoid of any distractions, adds to the intensity of the moment captured by the photographer, Tarana Aly, evoking a powerful emotional response in the viewer.



"Spiraling in Gentle Grace"

The photograph captures Muzharul Islam's architectural masterpiece in Bangladesh, featuring a winding staircase and a serene space. The brick walls are adorned with intricate wooden latticework, while twisted branches add a touch of nature. The columns support a harmonious blend of light and shadow, reflecting Muzharul Islam's visionary work. Capturing this space was a good experience to appreciate and appreciate its beauty of architecture.

**Ar. ABID IQBAL**

Architect and Culinary artist

PICTURE-PERFECT SPACES

1. Composition: Just like in architecture, composition is key in food photography. Whether it's arranging ingredients on a plate or designing a restaurant layout, balance and harmony make everything look just right. Food stylists and architects both use techniques like the rule of thirds and symmetry to catch your eye.

2. Lighting: Good lighting can make or break both a photo and a space. Natural light is a favorite because it brings out true colors and textures. In food photography, it highlights the delicious details, while in architecture, it shows off the materials and design. Artificial lighting plays a role too, adding drama and focus where needed.

**TEXTURE AND FEEL**

1. Texture: Texture adds depth and interest. In food photos, it's all about making that crispy crust or smooth sauce look irresistible. In architecture, it's about the feel of materials—wood, stone, metal—that make a space inviting and interesting.

2. Contrast: Mixing textures keeps things dynamic. A rustic table might set off a gourmet dish beautifully in a photo. Similarly, combining materials in a building design can create visual excitement.

**EDIBLE AESTHETICS: ARCHITECTURAL CONTEXTS FOR FOOD PHOTOGRAPHY**

In the world of design and aesthetics, food photography and architecture share a fascinating interplay that goes beyond mere visual appeal. Both disciplines revolve around the principles of composition, lighting, texture, and storytelling. When these elements converge, they create compelling narratives that enhance our sensory experiences and elevate everyday moments into art. This article explores how food photography and architecture intersect, highlighting their shared principles and the ways they enhance each other.

**TELLING STORIES**

1. Setting the Scene: Every photo and building tells a story. Props and backgrounds in food photography can suggest a mood or theme, much like the design of a building can tell you about its purpose and style. Both fields use context to make a deeper connection.

2. Emotional Impact: Ultimately, both food photos and architecture aim to evoke feelings. A stunning dish can make you hungry or nostalgic, while a well-designed space can make you feel relaxed or inspired. It's all about creating an emotional response.

**WORKING TOGETHER**

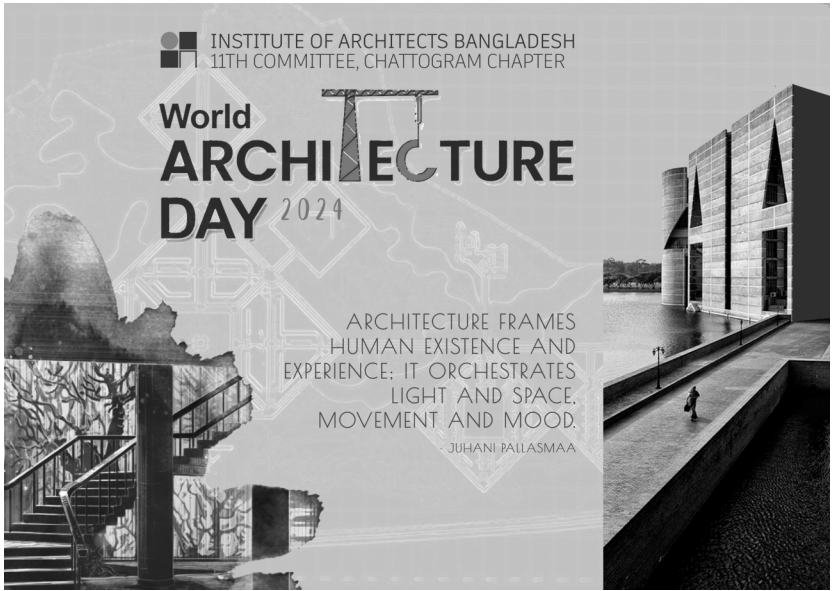
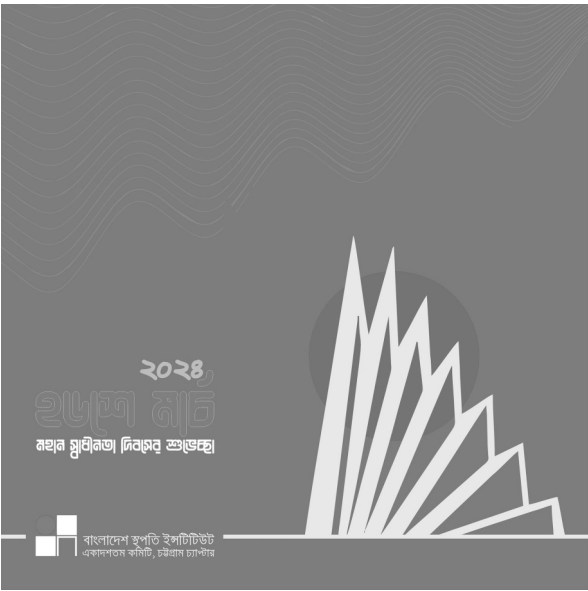
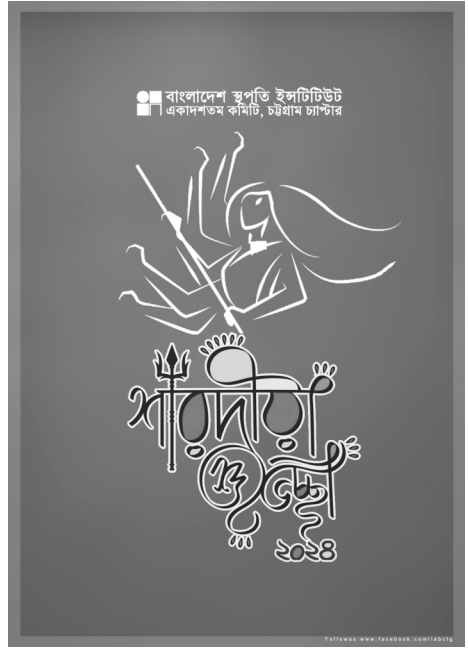
1. Restaurant Design: Restaurants are the perfect place to see this partnership in action. A well-designed space not only makes dining pleasant but also provides a great backdrop for food photos. This synergy can make a

restaurant's visual identity strong and appealing.

2. Visual Stories: Architectural elements like lighting and decor can enhance food photography. Photographers can use these elements to craft beautiful images that tell a cohesive story about the dining experience.

**CONCLUSION**

The relationship between food photography and architecture is a harmonious blend of art and design principles. Both disciplines strive to create visually compelling and emotionally engaging experiences through careful attention to composition, lighting, texture, and storytelling. By understanding and leveraging these shared principles, architects and food stylists can collaborate to create environments and images that are more than the sum of their parts. Whether capturing the beauty of a dish or the elegance of a space, the fusion of food photography and architecture offers endless possibilities for creativity and innovation.







**THE 11TH COMMITTEE OF
CHATTOGRAM CHAPTER**
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH (IAB)

CHAIRMAN

Ar. Ashiq Imran
MIAB: I-044



DEPUTY CHAIRMAN

Ar. Faruk Ahmed
MIAB: A-095



SECRETARY

Ar. Fazle Imran Chowdhury
MIAB: C-035



TREASURER

Ar. Bijoy Shankar Talukder
MIAB: T-014



MEMBER (Membership)

Ar. Hossan Murad
MIAB: H-084



MEMBER (Profession)

Ar. Abdullah Rumman
MIAB: R-103



MEMBER (Seminar & Education)

Ar. Ador Yuosuf
MIAB: Y-010



MEMBER (Heritage & Culture)

Ar. Md. Shawkat Hossain
MIAB: H-166



MEMBER (Publication)

Ar. Md. Mainul Hassan Tuheen
MIAB: H-228



11TH CC / ISSUE 03 & 04 / 2024

NEWSLETTER



In association with:



বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট

INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CHATTOGRAM CHAPTER

Apartment #C1(4th floor), 13, Shahid Saifuddin
Khaled Road, Chattogram, Bangladesh.
Telephone: +88 02 3333 54411
Email: iabctg4000@gmail.com
Website: www.iab.com.bd
Facebook: www.facebook.com/iabctg

